CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-22 ■ 27 October, 2025 ■ আগরতলা ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ৯ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

মন কি বাত-এর ১২৭ তম পর্বে

উৎসব, পরিবেশ, সংস্কৃতি ও ঐক্যের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার দেশের মানুষকে উদ্দেশ্য করে 'মন কি বাত'-এর ১২৭তম পর্বে বক্তব্য রাখেন। এই পর্বে তিনি ভারতের উৎসবমুখর আবহ, স্বচ্ছতা অভিযান, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভারতীয় সংস্কৃতি, যুবসমাজের ভূমিকা এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

মোদি বলেন, "এই সময় দেশজুড়ে দীপাবলি ও ছট পূজার আনন্দমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।" তিনি উল্লেখ করেন, নাগরিকরা তাঁর পাঠানো চিঠির জবাবে 'অপারেশন সিন্ধুর' ও 'জিএসটি বচত উৎসব'-এর প্রতি ব্যাপক উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। দেশবাসী স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য কেনার ও বিদেশি ভোজ্যতেল ব্যবহার কমানোর যে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন, তার জন্যও তিনি প্রশংসা জানান।

প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রদেশে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের উদাহরণ তুলে ধরেন। ছত্তিশগড়ের অম্বিকাপুরে শুরু হয়েছে অভিনব 'গারবেজ ক্যাফে', যেখানে প্লাস্টিক বর্জ্যের বিনিময়ে খাবার দেওয়া হয়। বেঙ্গালুরুর প্রকৌশলী কপিল শর্মা ও তাঁর দল ৪০টি কূপ ও ৬টি হ্রদের পুনরুদ্ধার করেছেন এবং বৃক্ষরোপণ অভিযানে স্থানীয় বাসিন্দা ও কর্পোরেট সংস্থাগুলোকেও যুক্ত করেছেন।

গুজরাটের ধোলেরা ও কচ্ছ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনায়ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, "এই বৃক্ষরোপণের ফলে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে; ডলফিন, কাঁকড়া ও পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বেড়েছে।" তিনি দেশবাসীকে 'এক গাছ মায়ের নামে' অভিযানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় কুকুর প্রজাতির প্রশিক্ষণ ও তাদের নিরাপত্তা বাহিনীতে ভূমিকা নিয়েও কথা বলেন। বিএসএফ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারের ঘটনায় আটক দুই

ফের পুলিশের গাড়িতে হামলা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৬ অক্টোবর।। গত ২৩ অক্টোবর বনধের সমর্থনে শান্তিরবাজার এলাকায় যে সংঘাতের ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুইজনকে আটক করেছে। জানা গেছে, শনিবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ সালেমা থানা এলাকার মহারানী থেকে রিয়াজ দেববর্মা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ।

সূত্রের খবর, রিয়াজ দেববর্মাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসার সময় উত্তেজিত এলাকাবাসী পুলিশবাহিনীর গাড়িতে হামলা চালায়। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবুও পুলিশ অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

অন্যদিকে, শান্তিরবাজার এলাকা থেকেও একই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে রত্নদ্বীপ রুদ্রপাল নামে আরও এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। বর্তমানে দুজনকেই থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বনধের দিন শান্তিরবাজার এলাকায় যেভাবে অশান্তি ও সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, রাতের হামলার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন।

হামলার নিন্দা আমরা বাঙালির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। কমলপুর মহকুমার সালেমা থানার মহারাণী এলাকায় পুলিশ আধিকারিকের গাড়ির উপর দুষ্কৃতিকারীদের হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমরা বাঙালী দল। দলের যুগ্ম ও প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন, "রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে ন্যস্ত, তারাই যদি আক্রান্ত হন, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় দাঁড়াবেতা ভেবে উদ্বেগ হওয়া স্বাভাবিক।"

তিনি আরও জানান, শুধুমাত্র কমলপুর নয়, গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আইন রক্ষাকারী বাহিনীর উপর হামলার প্রবণতা বাড়ছে, যা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। দুলালবাবু উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন, "বিলোনিয়ায় রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী গভীর রাতে উচ্চস্বরে ডি.জে. ও সাউন্ড সিস্টেম বাজানো নিষেধ করলে ওরিয়েন্টাল ক্লাবের কর্মকর্তারা ও.সি.-এর উপর হামলা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সর্দার প্যাটেল আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রতিকঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। আজ টাকারজলায় দলের কার্যকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় কর্মসূচি 'মন কি বাত'-এর ১২৭তম পর্ব শ্রবণ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষ।

অনুষ্ঠান চলাকালীন সবাই মনোযোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্য শোনেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রোফাইলে জানান, এই অনুপ্রেরণামূলক পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তীর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্বদেশী জিনিস ব্যবহারে শপথ নিলেন সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। অস্থিরতা সৃষ্টি করে কেউ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেনা। আজ আগরতলায় একটি রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠান শেষে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হলেও রক্তদানের মধ্যেমে সামাজিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে জুয়েল এন্টারপ্রাইজ। রবিবার দিনেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এদিন জুয়েল এন্টারপ্রাইজের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক রক্তদান শিবিরে আয়োজন করা হয়েছিল। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রি সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুরনিগমের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অস্থিরতা সৃষ্টি করে কেউ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। নিজের দৈনন্দিন জীবনে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার শপথ নিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। আজ প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১২৭ তব পর্ব ছিল। সেই অনুষ্ঠানেই মন কি বাত পর্ব শেষে স্বদেশী জিনিসপত্র ব্যবহারের শপথ গ্রহন করেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য। আজ কমলাসাগর মন্ডলের অন্তর্গত ১৬ নং বুথের সকল কার্যকর্তাদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত'-এর ১২৭তম সংস্করণ শ্রবণ করেন সাংসদ। তিনি বলেন, আজকের অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা অনুযায়ী নিজের দৈনন্দিন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

গ্রেপ্তার কনটেন্ট ক্রিয়েটার মাধবী বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। অবশেষে নীরবতা ভাঙ্গল পুলিশের। বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযুক্ত মাধবী বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিজেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটার হিসেবে পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বিষয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে আসছিল সে। আজ তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে তুলে আনে পুলিশ। পশ্চিম মহিলা থানায় রেখে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছে তাকে। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই এই মাধবী বিশ্বাস সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক মন্ত্রী বিধায়ক সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করছিল। এমনকি রাজ্যপুলিশের বিরুদ্ধেও সে তার ভিডিওতে মানহানিকর বক্তব্য রাখছিল। আগরতলার পশ্চিম ও পূর্ব থানায় তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রজু হয়। অবশেষে মৌনতা ভেঙে আজ তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটারের বিরোধীতায় সরব প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। রাজ্যে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি এবং স্মার্ট মিটার প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে, বিদ্যুৎ ভোক্তাদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো অর্থ আদায় করে কর্পোরেট বন্ধুদের সুবিধা দিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিবৃতিতে কংগ্রেসের অভিযোগ, রাজ্যের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের আর্থিক স্বার্থ উপেক্ষা করে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম (টিএসইসিএল) কেন্দ্রের নির্দেশে 'টিওডি ট্যারিফ' বা সময়ভিত্তিক বিদ্যুৎ মাশুল চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত বিদ্যুতের দাম স্বাভাবিকের চাইতে ১১০ শতাংশ এবং রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত ৮০ শতাংশ হারে ধার্য করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিদ্যুতের মাশুল ৪০ শতাংশ এবং গৃহস্থালি ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব রাজ্য রেগুলেটরি কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা কার্যকর হলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপর চরম আর্থিক চাপ সৃষ্টি হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এটি শুধু 'কসাইসুলভ আচরণ' নয়, বরং রাজ্যের ৯৯ শতাংশ মানুষের আর্থিক সামর্থ্যের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত। এতে রাজ্যবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়বে।"

কংগ্রেসের অভিযোগ, "মোদী সরকার বিদ্যুৎকে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ঘর থেকে স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার গ্রেপ্তার স্বামী, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। স্বামীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন স্ত্রী। এমনই অভিযোগ মৃতার পরিবারের সদস্যদের। রবিবার ভোরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে আমতলী থানার অন্তর্গত রানির খামার ঝরঝরিয়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার ভোরে নিজ ঘর থেকে আমতলী থানার অন্তর্গত রানির খামার ঝরঝরিয়া এলাকার সেন্টু সরকারের স্ত্রী আদরি সরকারের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জানা যায়, সেন্টু তার স্ত্রীকে প্রায়ই কারণে-অকারণে মারধোর করতো। ঠিক একইভাবে সেন্টু সরকার শনিবার রাতেও অন্যান্য দিনের মতো তার স্ত্রী আদরী সরকারের সাথে ঝগড়া বিবাদ করে। রবিবার ভোরে স্থানীয় লোকজন আদরি সরকারের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। এবং আটক করে তার স্বামী সেন্টু সরকারকে। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ সুপার ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো তথ্য প্রচারের অভিযোগে রঞ্জিতের মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভোটার আইডি কার্ড ও সার্টিফিকেট নিয়ে বিতর্কের জেরে মুখ খুললেন ত্রিপুরা সরকারের এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা। তিনি দাবি করেছেন, সামাজিক মাধ্যমে যে ভোটার আইডি কার্ড ও সার্টিফিকেট ছড়ানো হয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করা হয়েছে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য।

জানা গেছে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, একটি নির্দিষ্ট ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইন শৃঙ্খলা, নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্যপাল সকাশে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। আজ রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এই বৈঠকে রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইন শৃঙ্খলা, নাগরিক নিরাপত্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে যথেষ্ট উত্তেজনা বিরাজ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক ঘটনার কারণে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষত, কিছু বিতর্কিত ও সহিংস ঘটনা রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। এ পরিস্থিতিতে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অটো-ইকো সংঘর্ষে আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। সাত সকালে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে মেলাঘর — সোনামুড়া ইন্দিরানগর কলোনী এলাকার মূল সড়কে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, একটি অটো ও ইকো গাড়ির সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ইকো গাড়িটি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ সফরে পাকিস্তানের সেনাকর্তা বৈঠক করলেন ইউনূসের সঙ্গে

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ২৬ অক্টোবর ।। বহু বছর পর ঢাকায় এমন উচ্চপর্যায়ের পাকিস্তানি সেনা আধিকারিকের সফর তাই নজর এখন দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক মহলে। শনিবার রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে বসেন পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির (সিজেসিসি) চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জা। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, "বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং বিনিয়োগ সম্প্রসারণের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের দুই দেশ একে অপরকে সমর্থন করবে।"

জেনারেল মির্জা জানান, করাচি ও চট্টগ্রামের মধ্যে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক নৌ চলাচল ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং ঢাকা—করাচি বিমান রুটও কয়েক মাসের মধ্যেই চালু হবে।বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি উভয় পক্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস বলেন, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়ো খবর ও ভুল তথ্যের ছড়াছড়ি হচ্ছে। এটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় বৈশ্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।"

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাই কমিশনার ইমরান হায়দার।

নয়া কূটনৈতিক সমীকরণে চিন্তিত ভারত: দিল্লির সাউথ ব্লকের নজর এখন এই ঘটনায়। বিশ্লেষকদের মতে, শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 27-10-2025, 00:51

জাগরণ আগরতলা,২৭ অক্টোবর,২০২৫ ইং
৯ কার্তিক, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভারতে প্রভূত সম্পদের মালিক মুসলিমরা

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণের স্বার্থ সুরক্ষায় ভারত সরকার সর্বক্ষেত্রেই নজর রাখিয়া চলিয়াছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতেই সংখ্যালঘুদের বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের নিয়ম-কানুন অব্যাহত রহিয়াছে। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও যথাযথভাবে কার্যকর রহিয়াছে। কোথাও কোন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক নির্যাতিত হওয়ার খবর মিলে প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। এক কথায় ভারতের সংখ্যালঘুরা জামাই ধরে বসবাস করিতেছেদেশের মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে ৮ু সম্পদের মালিক। সাম্প্রতিক এক তথ্যে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সবচেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারী হিন্দুরা। জাতি ,জনজাতি ও পিছিয়ে পড়া জনগণের সম্পদের পরিমাণও সন্তোষজনক নয়। সম্পদ মিয়া হানাহানির কারণেই দেশে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হইতেছে। প্রচারে গিয়া কংগ্রেসকে একহাত নিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেনজির কটাক্ষ শানাইয়া তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মা বোনদের মঙ্গলসূত্র, কানের দুল অবধি আস্ত থাকিবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর কার্যত ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছে রাহুল গান্ধীর দল। নির্বাচন কমিশনের নজর টাকারও কোনও কসরত বাকি রাখেনি তাহারা।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতার সময় মুসলিম লীগ যে ধরণের চিন্তা ভাবনা করিত, কংগ্রেসের ইস্তেহারেও সেই ধরণের ভাবনা প্রতিফলিত হইতেছে। মুসলিম লীগের আদলে তৈরি ইস্তেহারের সবর্তই বামপন্থী ছাপ। ' এছাড়াও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের একটি পুরনো মন্তব্য স্মরণ করাইয়া তিনি বলেন, 'মনমোহন সিংয়ের সরকার বলিয়াছিল, দেশের সম্পত্তির উপর প্রথম অধিকার রহিয়াছে মুসলিমদের।মোদীর এই কংগ্রেস ব্যাশিং-র পর থেকেই প্রশ্ন উঠিয়াছে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহাদের কাছে ঠিক কত টাকার সম্পদ রহিয়াছে? যদিও এই বিষয়ে কোনও সাম্প্রতিক তথ্য নেই। তবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ দলিত স্টাডিজের পক্ষ থেকে যৌথভাবে করা একটি সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্য রয়েছে। উল্লেখ্য, এই সমীক্ষাটি করা হয় আজ থেকে বছর চারেক আগে ২০২০ সালে।'ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিকানা রহিয়াছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে। দেশের ৪১ শতাংশ সম্পদ রহিয়াছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে। যেখানে অনগ্রসর শ্রেণির হিন্দু তথা ওবিসি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনের দখলে রহিয়াছে ৩১ শতাংশ সম্পদ। অন্যদিকে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের হাতে রহিয়াছে ৮ শতাংশ সম্পদ এবং এস সি এস টি র দখলে রহিয়ায়েছে ৭.৩ এবং ৩.৭ শতাংশ সম্পদ। সম্পদের পরিমাণ যাহাই হোক না কেন ,ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর ,প্রত্যেকটি জনগণের শিক্ষা ,স্বাস্থ্য, বাসস্থান সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার গুলো বহু পরিবার অধিকার রহিয়াছে। সরকারে যাহারা অধিষ্ঠিত থাকেন এবং যাহারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন তাহাদেরকে এইসব বিষয় চিন্তাভাবনা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যথায় দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকিবে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখিতে সব ধর্ম বর্ণ ভাবাবেকের মানুষকে একই সূত্রে বাঁধিয়া দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে হইবে। অথচ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের দিকে ফিরিয়ে তাকাইলে দেখা যাইবে সেই দেশে বসবাসকারী হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হইতেছেন। তাহারা তাহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পত্তির লুটপাট করিয়া নেওয়া হইতেছে। অথচ ভারতে সংখ্যালঘুদের সম্পদ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের এই নিয়ম অটুট থাকিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

রাষ্টপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ গাজিয়াবাদের ইন্দিরাপুরামে যশোদা মেডিসিটি উদ্বোধন করলেন

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর: রবিবার, রাষ্টপতি দ্রৌপদী মুর্মু উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে অবস্থিত ইন্দিরাপুরাম এর যশোদা মেডিসিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন, "নিজি খাতের ভাল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি একটি সুস্থ এবং উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে অপরিসীম অবদান রাখতে পারে।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, "স্বাস্থ্যসেবা বিস্তার এবং মান নিশ্চিত করা সকল পক্ষের দায়িত্ব, যাতে দেশের কোন নাগরিক কার্যকর চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন।"

রাষ্টপতি মুর্মু বলেন, "স্বাস্থ্যসেবা জাতি গঠনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।" তিনি জানান, সরকার দেশের সর্বত্র স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা পরিকাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও সেবা শক্তিশালী করার জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, "সরকারের এই সমস্ত উদ্যোগ একটি সুস্থ এবং উন্নত ভারত গঠনে অবদান রাখছে, তবে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত খাতকেও এই ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত।"

রাষ্টপতি মুর্মু যশোদা হাসপাতালের অবদানকে প্রশংসা করে বলেন, "কোভিড-১৯ মহামারির সময় এই হাসপাতাল বিশাল সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করেছে।" তিনি আরও বলেন, "এই হাসপাতাল জাতীয় টিবি নির্মূল কর্মসূচির মতো সরকারি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা প্রশংসনীয়।" রাষ্টপতি যশোদা হাসপাতালকে সিকল সেল অ্যানিমিয়া সম্পর্কিত জাতীয় অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

তিনি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন, "ক্যান্সারসহ গুরুতর রোগের চিকিৎসায় গবেষণা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।" রাষ্টপতি মুর্মু বলেন, "চিকিৎসা ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।"

রাষ্টপতি মুর্মু যশোদা মেডিসিটির 'সকলের জন্য সাশ্রয়ী এবং বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা' মিশনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে বলেন, "এটি শুধু স্থানীয়, বরং জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য খাতে নতুন দিশা দেখাবে।" তিনি আরও বলেন, "সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় ভারত শীঘ্রই একটি বিশ্বমানের স্বাস্থ্য গন্তব্য হিসেবে আরো পরিচিতি পাবে।"

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে পালাবদল কার লাভ কতটা

কাদির কল্লোল

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের পালাবদল——এই বিষয়টি এখন ঢাকায় রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দপ্তরের একাধিক মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকে ঘিরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মোড়ও অনেকটাই দৃশ্যমান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নতুন এই সম্পর্কে বাণিজ্য, কূটনৈতিক দিক থেকে দেশ দুটির কার কতটা লাভ হবে? অন্যদিকে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা বা একাত্তর প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে এই সম্পর্ক কতটা টেকসই বা স্থায়ী হবে, সেই আলোচনাও সামনে এসেছে।

কূটনীতি নিয়ে বিশ্লেষকেরা বলছেন, দেশের সঙ্গে দেশের সম্পর্ক কখনো প্রয়োজন অনুযায়ী হয়ে থাকে, আবার কখনো সেই সম্পর্ক হয় আস্থা বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেহেতু অমীমাংসিত ইস্যু রয়েছে, সেকারণে দুই দেশ এখনো আস্থার জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ কতটা আস্থায় নিচ্ছে, সেটি একটি বিষয়। বরং এর পেছনে দুই পক্ষেরই রাজনৈতিক চিন্তাও থাকতে পারে বলে মনে করেন বিশ্লেষকদের অনেকে।

তাদের মতে, অতীতকে অমীমাংসিত রেখে ভবিষ্যতের দিকে এগোতে গেলে বারবার হোঁচট খেতে হয়।

এখানে উদাহরণ হিসেবে বিশ্লেষকদের অনেকে সম্প্রতি পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের ঢাকা সফরে আমীমাংসিত বিষয়ে তার বক্তব্যকে টেনে আনছেন। সেই সফরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছেন, গণহত্যাসহ একাত্তর প্রশ্নে এর আগে দুই দফায় মীমাংসা হয়েছে। তার এ দাবির সমালোচনা হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে; রাজনৈতিক অঙ্গনেও নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশও পাকিস্তানের ওই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নয় বলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন মন্তব্য করেছেন। এখন দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপটও বেশ গুরুত্ব বহন করে। দেখা যায়, বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সাড়ে পনেরো বছরের শাসনে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, তেমনি পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। জুলাই গণ-অভ্যত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের অনেকে। তাদের ধারণা, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করতে চাইছে।

তবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায়। এরসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো অংশীজনেরও আগ্রহ রয়েছে। বাংলাদেশের এমন অবস্থানের পেছনে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির কোনো চিন্তা থাকতে পারে বলেও কেউ কেউ মনে করছেন। কেন এত আলোচনায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক গত বছরের পাঁচই অগাস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ ও পাকিস্তান, দুই দেশের দিক থেকে নতুন করে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা দেখা যায়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতাও বেড়েছে। আর অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের বিষয় সামনে এসেছে। এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে সম্প্রতি পর পর পাকিস্তানের দুজন মন্ত্রীর ঢাকা সফর। পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান ঢাকায় আসেন, সেই সফরের রেশ কাটতে না কাটতেই সফরে আসেন দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। ইসহাক দারের বেশ কিছু মন্তব্য নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়। তিনি দাবি করেন, গণহত্যাসহ একাত্তর প্রশ্নে দুই দফা সমাধান হয়েছে। এছাড়াও ইসলাম ধর্মের কথা উল্লেখ করে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশকে "উদার" হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগোতে বলেছেন যা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ওই সফরের সময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে বর্তমানে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তিনটি দল অর্থাৎ বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জুলাই গণ-অভ্যত্থানের ছাত্র নেতৃত্বের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপির নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন। এ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। ভূ-রাজনীতির গবেষক আলতাফ পারভেজ বিবিসি বাংলাকে বলেন, ইসহাক দার বাছাই করা দুই-তিনটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করে গেছেন। তিনি বাংলাদেশের মানুষের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেননি, কথা বলেননি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। নতুন করে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে পাকিস্তান আসলে কী চায়, সেটাও স্পষ্ট করা হয়নি। আর যেহেতু অমীমাংসিত ইস্যুগুলোয় কোনো সমাধান আসেনি, সে কারণে আলোচনা-সমালোচনা বেশি হচ্ছে বলে মনে করেন মি. পারভেজ। পাকিস্তানের আগ্রহের কারণ কী নতুন সর্মক তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আগ্রহ দেখা যায়। তবে পাকিস্তানের আগ্রহ বেশি বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। তারা বলছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে যেহেতু লম্বা সময় বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক টিকে ছিল শুধু কূটনৈতিক দিক থেকে। দুই দেশের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা ছিল।

ফলে এখন পরিস্থিতিটাকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির সময় ও সুযোগ হিসেবে দেখছে পাকিস্তান। বিশ্লেষকেরা বলছেন, দক্ষিণ এশিয়ায় ভূ-রাজনীতিতে ভারতকে প্রতিপক্ষ বিবেচনায় পাকিস্তান বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো কৌশল নিয়ে থাকতে পারে। সেজন্য পাকিস্তান বেশি আগ্রহী বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। আওয়ামী লীগের শাসনের পতনের পর বাংলাদেশে ভিন্ন এক প্রেক্ষাপট, ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। দেশে বর্তমানে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো কোনো দলের বা অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো অংশীজনের পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কে আগ্রহ আছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বিশ্লেষক হুমায়ুন কবির মনে করেন, এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের খানিকটা কৌশলগত বিষয় আছে। তবে মি. কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'ডাকঢোল পিটিয়ে রাজনৈতিক ভাবনা থেকে কোনো সম্পর্ক তৈরি করা হলে তার টেকসই বা স্থায়ীত্বের প্রশ্নে সন্দেহ থাকে। কারণ একাত্তর প্রশ্নে মীমাংসা না হলে বাংলাদেশের মানুষ আস্থায় নেবে না। 'আর আস্থা না থাকলে সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয় না'- বলে উল্লেখ করেন সাবেক ওই রাষ্ট্রদূত। কেন আস্থার সংকট- বাংলাদেশের সঙ্গে অমীমাংসিত ইস্যুতে অতীতে দুই দফায় সমাধান হয়েছে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার-এর এই দাবির প্রথম ভিত্তি হলো ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। এই চুক্তি হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ৯ই এপ্রিল। এর আগে ১৯৭৪ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা ওআইসির শীর্ষ সম্মেলনের ঠিক আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল পাকিস্তান। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় ওই চুক্তির মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বন্দি পাকিস্তানের ১৯৫ জন সৈনিককে ফেরত নেওয়ার বিষয়। এর সঙ্গে ছিল পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফেরত আনা। সাংবাদিক আলতাফ পারভেজ বলছেন, সেই চুক্তিতে দায়দেনার মীমাংসার বিষয়ে কিছু ছিল না। এছাড়া যুদ্ধাপরাধের দায় থেকে ওই ১৯৫ জন সৈনিককে ক্ষমা করা হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রশ্নে ক্ষমা করা হয়নি। ফলে সেই চুক্তিকে ভিত্তি করে মীমাংসা হওয়ার কথা বলা যায় না বলে উল্লেখ করেন মি. পারভেজ। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবির ক্ষেত্রে পারভেজ মুশাররফের অনুশোচনার বিষয়ও আরেকটি ভিত্তি হিসেবে এসেছে। ২০০২ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশাররফ ঢাকা সফরে এসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। সেই সফরে জেনারেল মুশাররফ বিবৃতিতে বলেছিলেন, যদি একাত্তরে "এক্সেস" বা "বাড়াবাড়ি" হয়ে থাকে, সে জন্য তিনি "রিগ্রেট" বা অনুশোচনা প্রকাশ করছেন। আলতাফ পারভেজ বলেন, "যদি" শব্দটা ব্যবহার করে বিষয়টা আনা হয়েছে। এটাকে বাংলাদেশের মানুষ এক ধরনের অপমানজনক বলে মনে করে। এছাড়া অনুশোচনা প্রকাশ করা এবং আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। যদিও পাকিস্তানের কোনো কোনো নেতা এভাবে বিভিন্ন সময় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তারা গণহত্যার কথা স্বীকার করেননি, রাষ্ট্রীয়ভাবেও কখনো ক্ষমা চাওয়া হয়নি। আর সে কারণে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মীমাংসার দাবি বাংলাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি এবং এনিয়ে নতুন করে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে বলে বিশ্লেষকেরা বলছেন। নতুন সম্পর্ক, কার লাভ কতটা বাংলাদেশ- পাকিস্তান, দুই দেশ তাদের এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর কথা বলছে। সেই লক্ষ্য থেকে ঢাকা-করাচী সরাসরি ফ্লাইট চালু করা হচ্ছে। বাংলাদেশ চাল কিনছে পাকিস্তানের কাছ থেকে। তবে বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এই দুই দেশের অর্থনৈতিক দিক থেকে একে অপরের জন্য সেভাবে অবদান রাখার সুযোগ নেই। ইসলামাবাদে বাংলাদশ হাইকমিশনে ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলছিলেন, অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করলে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। ফলে অর্থনীতি বা বাণিজ্যে দুই দেশের কারও সেভাবে লাভ হবে না। একটিমাত্র খাতে টেক্সটাইলে পাকিস্তান বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে পারে। সে ক্ষেত্রেও পাকিস্তান যদি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে তাহলে তা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু বিশ্লেষকেরা মনে করেন, দুই দেশের মানুষের মধ্যে যদি আস্থার ও স্থায়ী সম্পর্ক না থাকে, সেখানে রাজনৈতিক বিবেচনায় সম্পর্ক করা হলে তারা একে অপরের জন্য বিনিয়োগে সেভাবে এগিয়ে আসবে না।

মোস্তাফিজুর রহমান বলছেন, এখন সম্পর্কের যে উষ্ণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে অর্থনীতি ও বাণিজ্যের দিক থেকে এগোনোর কথা বলা হচ্ছে। শেষপর্যন্ত তা কতটা টেকসই হবে, সেই প্রশ্ন থেকে যায়। এছাড়া বিশ্লেষকেরা মনে করেন, গণহত্যাসহ একাত্তরের প্রশ্নে মীমাংসা না করে বাংলাদেশের কোনো কোনে পক্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারে। সেটাকে দুই দেশের মানুষের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক বলা যাবে না। মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেন, স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৪ বছরে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিটি বৈঠকে একাত্তর প্রশ্নে অমীমাংসিত ইস্যু আলোচনায় এসেছে। এখন পর্যন্ত সমাধান হয়নি। কিন্তু এমন প্রশ্নও উঠছে যে, এত বছর পরও কেন দেশ দুটির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ বা ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি করা যাবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক উপদেষ্টা বিবিসিকে বলেছেন, সরকারের ভেতরে কেউ কেউ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার পক্ষে। তবে সামগ্রিকভাবে সরকারের নীতি হচ্ছে, সব দেশের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ ও সমান মর্যাদার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলা। সেই নীতি অনুসরণ করেই অন্তর্বর্তী সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে এগোচ্ছে বলে ওই উপদেষ্টাদের দাবি। কূটনীতিক, সাবেক রাষ্ট্রদূত বা বিশ্লেষক, যাদের সঙ্গেই কথা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই মনে করেন, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে পাকিস্তানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অমীমাংসিত ইস্যুতে সমাধান না হওয়ার বিষয়। এখন বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক কোন ধরনের, কে কী পেতে চাইছে, তা স্পষ্ট নয় বাংলাদেশের মানুষের কাছে। সেজন্য নানা প্রশ্ন উঠছে। এছাড়া, এ অঞ্চলের ভূরাজনীতি নিয়ে কোনো চিন্তা এর পেছনে কাজ করছে কি না, এমন সন্দেহও প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকদের অনেকে। ভূ- রাজনীতির প্রশ্ন কেন আসছে বাংলাদেশে একটা গণ-অভ্যত্থানের মুখে রাজনীতির পালাবদল এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের চরম অবনতি যখন হয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান নতুন সম্পর্ক দৃশ্যমান করা হচ্ছে।

ফলে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দেশেরই ভূ-রাজনীতির বিবেচনায় কোনো কৌশল থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। তারা বলছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সম্পর্ক যেহেতু কোনোভাবে টিকে রয়েছে। সম্পর্ক ভালো করার কোনো আগ্রহও ভারত দেখাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির কোনো বার্তা দেওয়ার কৌশল বাংলাদেশের থাকতে পারে। অন্যদিকে, পাকিস্তানও ভারতকে ঘিরে বাংলাদেশ প্রশ্নে নতুন কৌশল নিয়ে থাকতে পারে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

তারা বলছেন, দীর্ঘ সময় পর ভারতের বলয়ের বাইরের এসেছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ অঞ্চলে বেশিরভাগ দেশের ওপর ভারতের প্রভাব এখন কমেছে। সেই তালিকায় এখন বাংলাদেশও এসেছে। আর এই সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে জোরালো সম্পর্ক গড়ে এ অঞ্চলে ভারতের প্রভাব আরও কমানো পাকিস্তানের লক্ষ্য হতে পারে। ভূ-রাজনীতি আরও বড় পরিসরে যদি দেখা হয়, তাতে দেখা যায়, পাকিস্তানের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক পুরোনো এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্কের চাপের মুখে ভারত চিনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার পথে হাঁটছে। রাশিয়া, চিন, ভারত এখন কাছাকাছি এসেছে। এই তিন দেশের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ভূ-রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ হচ্ছে কি না, সেদিকেও সবার নজর রয়েছে। এমন বাস্তবতায় বাংলাদেশ- পাকিস্তান সম্পর্কের পেছনে দেশ দুটির কোনো কৌশল থাকলেও ভূ-রাজনীতির বর্তমান বাস্তবতায় তা কতটা কাজ করবে, সেই প্রশ্ন রয়েছে বিশ্লেষকদের। তবে বিশ্লেষকদের অনেকে আবার পরিস্থিতিটাকে ব্যাখ্যা করছেন ভিন্নভাবে। সাংবাদিক আলতাফ পারভেজ বলছেন, ভারত একটি দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছিল। দলটির শাসনের পতনের পর যে কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশে এখন ভারত বিরোধিতা বেড়েছে এবং ওই সম্পর্ক টেকেনি। এখন পাকিস্তানও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে ভারতের সেই একই মডেল অনুসরণ করছে বলে মনে করেন মি. পারভেজ। এ ব্যাপারে তিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফরের সময় 'বাছাই করা' দুই-তিনটি দলের নেতাদের সঙ্গে তার বৈঠকের বিষয় উল্লেখ করেন। মি. পারভেজের মতে, পাকিস্তানের চিন্তাতেও বাংলাদেশের মানুষের মনোভাবকে গুরুত্ব দেওয়া বা আস্থা অর্জনের বিষয় নেই। আসলে সমস্যা জিইয়ে রেখে বাংলাদেশ-পাকিস্তান যখন নতুন সম্পর্কের কথা বলছে, শেষপর্যন্ত তা কত দূর যাবে- এর জবাব পেতে আরও অপেক্ষা করতে হবে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন।

বিলুপ্তপ্রায় পাখনাবিহীন পরপয়েজ বাঁচাতে লড়াই চালাচ্ছেন চিনা বিজ্ঞানীরা

স্টিফেন ম্যাকডোনেল

চিনের ইয়াংসি নদীর শেষ বৃহৎ প্রাণীগুলোর একটিকে বাঁচানোর জন্য লড়াই চালাচ্ছেন সে দেশের বিজ্ঞানীরা। এই অঞ্চলে মাছ ধরা পুরোপুরি নিষিদ্ধ যা তাদের এই লড়াইয়ে সহায়তা করছে।

ইয়াংসি নদীর তীর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার (৩.১ মাইল) দূরে উহানের "ইনস্টিটিউট অফ হাইড্রোবায়োলজি"-তে বর্তমানে বিলুপ্ত "রিভার ডলফিন" বা শুশুক (চিনা ভাষায় বাইজি) এবং প্যাডেল ফিশের দেহ কাচের ঘরে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা আছে।

সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে প্রাণী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ওয়াং শি বিবিসিকে বলেন, 'এগুলো এখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাই আমরা ইয়াংসি নদীর পরপয়েজকে বাঁচাতে চাইছি। এটাই এখন এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হয়ে উঠেছে।' পরপয়েজ দেখতে অনেকটা শুশুকের মতো। কিছু পার্থক্য অবশ্য রয়েছে। ফিনলেস পরপয়েজ বলার কারণ এদের ডোরসাল ফিন নেই। এই প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা রিভার ডলফিনের দেখাশোনা শুরু করার ২২ বছর পর, ২০০২ সালে শেষ চেনা বাইজির মৃত্যু হয়। এক বছর পরে, একটি প্যাডেল ফিশ দুর্ঘটনাক্রমে মৎসজীবীদের হাতে ধরা পড়ে। এই প্রজাতির মাছ বিশেষ পাখনাযুক্ত। এই পাখনা তিন মিটারেরও বেশি লম্বা হতে পারে। মৎসজীবীদের হাতে পড়া ওই প্যাডেল ফিশের শরীরে রেডিও ট্যাগ লাগানো ছিল এবং সেটি ছেড়েও দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও নদী থেকে প্যাডেল ফিশ এখন অদৃশ্য হয়ে যায়। চিনা বিজ্ঞানীদের এখন লক্ষ্য হল ইয়াংসি নদীর ফিনলেস পরপয়েজ বা পাখনাবিহীন পরপয়েজের যাতে একই পরিণতি না হয়, তা নিশ্চিত করা। অধ্যাপক ওয়াং শি ব্যাখ্যা করেছেন, 'এটাই নদীতে অবশিষ্ট একমাত্র শীর্ষস্তরের শিকারী। এরা বিরল এবং এদের সংখ্যা সমগ্র সিস্টেমের বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্যের প্রতিফলন।' অর্থাৎ এই প্রজাতির সংখ্যা বাড়লে তা ইঙ্গিত করে যে বাস্তুতন্ত্র ভাল অবস্থায় রয়েছে।' প্রসঙ্গত, সব ধরনের মাছ ধরা বন্ধ করার এই ধারণার কথা প্রথম বলেছিলেন "চাইনিজ আকাদেমি অফ সায়েন্সেস"-এর অধ্যাপক কাও ওয়েনজুয়ান। সেটা ছিল ২০০৬ সাল। এরপর ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার জন্য অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে চাপ আসতে থাকে। শেষপর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর আগে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়। এই বিষয়ে নিয়মকানুন বেশ কড়া। ইয়াংসি নদী ছাড়াও সংলগ্ন হ্রদ ও উপনদীগুলোতে মাছ ধরতে গিয়ে ধরা পড়লে কারাদণ্ড হতে পারে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞার কারণে সমস্যাও দেখা গিয়েছে। দুই লক্ষ লাখ কুড়ি হাজার মৎস্যজীবী এর ফলে কর্মসংস্থান হারিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাখনাবিহীন পরপয়েজ আজও সমালোচনামূলকভাবে বিপন্ন। এরা পরপয়েজ পরিবারের প্রাচীনতম শাখার অংশ, যারা এখনো জীবিত রয়েছে। ইনস্টিটিউটে বিবিসিকে যে পরপয়েজ দেখানো হয়েছে, সেটা চাইনিজ আকাদেমি অফ সায়েন্সস-এর অধ্যয়নের জন্য বন্দি অবস্থায় রাখা আছে। সেগুলোকে দেখতে হলে পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট যে এলাকা রয়েছে, সেখানে গভীর ট্যাংকের পাশে থাকা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে হবে। জলের উপর বা নিচ থেকে তাদের লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন. মানুষের সান্নিধ্যে পাখনাবিহীন পরপয়েজ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করলে অবশ্য তেমনটাই দেখা যায়। কাচে মোড়া জলাধারের অন্যপ্রান্তে মানুষ দেখলেই তারা জলের মধ্যে দিয়ে তীব্র গতিতে সাঁতার কাটতে থাকে। কাচের একেবারে গা ঘেঁষে সাঁতরায়। জলের মধ্যে দিয়ে সাঁতরে যাওয়ার সময় এমনভাবে তাকায়, যেন আপনাকে দেখে দুষ্টু হাসি হাসছে। বন্য পরিবেশে থাকা পরপয়েজ এখনো টিকে আছে। অন্যান্য প্রজাতির অনেকেই যা পারেনি। প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালে থ্রি জর্জেস বাঁধের মূল অংশ নির্মাণ পাখনাবিহীন পরপয়েজকে সরাসরি প্রভাবিত করেনি। অন্যান্য মাছের মতো তাদের প্রজননের সময় ডিম দিতে উজানে যেতে হয় না। তবে যে মাছগুলো তাদের খাদ্য ছিল, তার উপর ওই বাঁধ নির্মাণের অবশ্যই প্রভাব পড়েছে।

অন্যান্য বৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণী, যেমন প্যাডেল ফিশ বা চাইনিজ স্টার্জনের জন্য, এই বাঁধের কাঠামো ছিল বিপর্যয়কর। 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার"- এর সদস্য ওয়াং ডিং ফিনলেস পরপয়েজের মতো সিটাসিয়ানদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। সিটাসিয়ান হলো জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটা শ্রেণিবিন্যাস যার মধ্যে তিমি, ডলফিন এবং পরপয়েজও রয়েছে।

ওয়াং ডিং এই জাতীয় বাঁধ নির্মাণের ভাল এবং মন্দ, দু'টো বিষয়ই পর্যবেক্ষণ করেছেন। অতীতের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'প্রতিবার বন্যার মৌসুমে আমাদের মজবুত দল গঠন করতে হতো যেখানে শক্তিশালী পেশীবহুল ব্যক্তিরা থাকতেন। অনেক পুরুষ একসঙ্গে নদীর তীরে ঘুমাতেন এই আশঙ্কায় যে যদি বন্যা হয়।' 'তারপর বন্যা হলে সবাই যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন যাতে, বিপুল জলরাশি সবকিছু তছনছ না করে দেয়।' থ্রি জর্জেস বাঁধ সেই বন্যার আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

তবে, অধ্যাপক ওয়াং শি উল্লেখ করেছেন, এই বিশাল বাঁধ ইয়াংসি নদীর বাসিন্দা বৃহৎ স্টার্জনদের তাদের প্রজনন ক্ষেত্রে পৌঁছাতে বাধা দেয়। তিনি জানিয়েছেন, বিপন্ন প্রজাতির ওই মাছ অল্প সময়ের জন্য বিকল্প জায়গা খুঁজে পেয়েছিল বলে মনে হলেও, এখন পরিস্থিতি বদলেছে। শুধু তাই নয়, আজকাল একমাত্র নদীতেই স্টার্জন মাছ পাওয়া যায় তার কারণ গবেষকরা প্রতিবার ১০,০০০ মাছ নদীতে ছেড়ে দিচ্ছেন। গত বছর ইয়াংসিতে দশ লক্ষেরও বেশি স্টার্জন মাছকে অন্যত্র রেখে প্রজনন ঘটানোর পর তাদের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ মাছগুলো বন্য পরিবেশে নিজেরাই প্রজনন করছে না। পাখনাবিহীন পরপয়েজেরও যাতে একই পরিণতি না হয় তা নিশ্চিত করতে লড়াই চালাচ্ছেন অধ্যাপক ওয়াং শি এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা। তারা আশা করছেন ১০ বছর মাছ ধরায় যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, তার মেয়াদ শেষের পরেও সেটি জারি থাকবে। চাইনিজ একাডেমি অফ সায়েন্সেসের বুলেটিনে প্রকাশিত তাদের গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাছ ধরা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর থেকে পরপয়েজের সংখ্যায় ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে। তবে, ফিনলেস পরপয়েজের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টিকারী অন্য একটা বিষয়ের সমাধান কঠিন হতে পারে। সেটা হলো জাহাজ চলাচলের ফলে তৈরি শব্দ। অধ্যাপক ওয়াং শি উল্লেখ করেছেন যে 'আওয়াজের কারণে এই সমস্ত প্রাণীর মস্তিষ্কের জন্য জাহাজ খুবই বিপজ্জনক।' তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, জাহাজ চলাচলের সময় জলে এক ধরনের শব্দ দূষণ হয় যা জলজ প্রাণীর জন্য কষ্টদায়ক। চিনা বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, জাহাজের শব্দ ইয়াংসিতে বসবাসকারী বাইজি রিভার ডলফিনের মৃত্যুর কারণ হতে পারে, যেগুলো জলের নিচে যোগাযোগের জন্য সোনারের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করত। কিন্তু মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা এক জিনিস আর ব্যস্ত নদীতে নৌচলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এর মাধ্যমে যাত্রীদের পাশাপাশি পণ্য পরিবহণ হয় এবং মধ্য চীনের অর্থনীতির বেশিরভাগ অংশের জন্য প্রাণ জোগায়। তবে রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনকারী কারখানাগুলোকে ইয়াংসি নদীর পাশ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপটা অবশ্য সম্ভব হয়েছে।

গত দশকে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়েছে বা সেগুলো নদীর নিকটবর্তী এলাকা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এর ফলে নদীর জলের গুণমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে বলে জানা গেছে। পরপয়েজ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের অবদানও উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় বাসিন্দা ইয়াং হে অবসর গ্রহণের পর অপেশাদার ফটোগ্রাফি শুরু করেন। তিনি প্রতিদিনই তার ক্যামেরা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে নদীতে যান এই প্রাণীগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে।

ইয়াং হে জানিয়েছেন, একবার তিনি একটা পরপয়েজকে মাছ ধরার জালে আটকে পড়তে দেখেছিলেন। দ্রুত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে জানান তিনি। উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত নদীর ওই অংশে সমস্ত জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। দেখা যায়, ওই পরপয়েজটা গর্ভবতী ছিল। ঘটনাটা মন ছুঁয়ে গিয়েছিল তার। ১৯৯০-এর দশকে বন্য অঞ্চলে ৩,৩০০টা ফিনলেস পরপয়েজ ছিল। ২০০৬ সালের মধ্যে তা অর্ধেক হয়ে যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে সুদীপ বর্মনের নেতৃত্বে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নাগরিক সাংবাদিকতা ও সংস্কৃত কনটেন্ট রাইটিং বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন ঘাটালের কলেজে

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ এবং হিন্দুস্থান সমাচার ও সংস্কৃত ভারতী দক্ষিণ বঙ্গের উদ্যোগে "নাগরিক সাংবাদিকতা ও সংস্কৃত কনটেন্ট রাইটিং" ইন্টার্নশিপ—২০২৫ সম্পন্ন হলো। শনিবার এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা দূরদর্শনের কনসাল্টিং এডিটর প্রসেনজিৎ বক্সী, হিন্দুস্থান সমাচার কলকাতার চিফ রিপোর্টার (হিন্দি) ওমপ্রকাশ সিং, সংস্কৃত ভারতী দক্ষিণ বঙ্গের সভাপতি এবং কলকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তন্ময় ভট্টাচার্য এবং ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রফেসর মন্টু কুমার দাস।

আগস্ট থেকে অক্টোবর তিনমাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের আধুনিক ভাষাজ্ঞান ও নাগরিক সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে হাতেকলমে দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে বলে মত কলেজের অধ্যাপক ও পড়ুয়াদেরউ।

এদিন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের "নারদ সম্মান" দেওয়া হয়উ উল্লেখ্য, এই সম্মান সংস্কৃত ভাষা ও নাগরিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি বলে জানানো হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে। সংস্কৃত ভারতী প্রকাশিত 'প্রাইড অব ইন্ডিয়া' (ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা বিষয়ক) বই কলেজের অধ্যক্ষকে উপহার দেন দক্ষিণবঙ্গ সংস্কৃত ভারতীর সভাপতি।

উল্লেখ্য, এই প্রশিক্ষণ নতুন শিক্ষাক্রম (এন ই পি - ২০২০) এবং কারিক্যুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক ফর আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রামস (সি সি এফ ইউ পি) অনুসারে পরিচালিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র শুদ্ধ উচ্চারণ ও মৌখিক সংলাপেই নয়, পাশাপাশি সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা, ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ, ভিডিও, ফটোগ্রাফি, তথ্য যাচাই ও সোশ্যাল মিডিয়ায় কনটেন্ট পরিবেশনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা ও কলেজের অধ্যাপকরা।

কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পড়ুয়াদের ভাষায় পারদর্শী করে তোলা, প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষতা অর্জন এবং সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে। কলেজের তরফে এও জানানো হয়েছে, শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে নৈতিক নাগরিক সাংবাদিকতা ও সংস্কৃতভিত্তিক সৃজনশীল কনটেন্ট নির্মাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

'আমি সেটা করে দেখিয়েছি': ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব আবারও দাবি ট্রাম্পের

য়াশিংটন, ২৬ অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও দাবি করেছেন যে, তাঁর মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে "সম্পূর্ণ ও তাৎক্ষণিক" যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এশিয়া সফরে রওনা হওয়ার আগে এয়ার ফোর্স ওয়ান বিমানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, "আমি সেটা করে দেখিয়েছি। আরও অনেক জায়গায় করেছি। আপনি যদি ভারত ও পাকিস্তানের দিকেও তাকান আমি বলতে পারি, যেকোনো একটিই রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের চেয়ে কঠিন মনে হয়েছিল, কিন্তু তা হয়নি। রাশিয়া-ইউক্রেন সবচেয়ে কঠিন সংঘাত।" ট্রাম্পের দাবি, তাঁর নেতৃত্বে ও ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি সম্ভব হয়েছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে তাঁর "শুল্কের হুমকি"ই বিশ্বজুড়ে আটটি বড় সংঘাত নিরসনে সহায়ক হয়েছে।

তবে ভারত সরকার ট্রাম্পের এই দাবি একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করেছে। নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যুদ্ধবিরতি সম্পূর্ণরূপে দুই দেশের সরাসরি আলোচনার ফলাফল, এতে কোনো তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা ছিল না।

রুশ তেল আমদানি নিয়ে ট্রাম্প আরও দাবি করেন যে ভারত চলতি বছরের শেষ নাগাদ রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, "ভারত পুরোপুরি কমিয়ে আনছে। আমি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে চীনের রুশ তেল কেনা নিয়েও কথা বলব।" এর আগেও তিনি দাবি করেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে। তবে ভারত সরকার জানিয়েছে, এমন কোনো চুক্তি হয়নি এবং ভারতের অগ্রাধিকার রয়ে গেছে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা।

এছাড়া ট্রাম্প জানান, ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও অগ্রগতি না হলে তিনি আসিয়ান সম্মেলনের সময় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন না। তাঁর ভাষায়, "আমি আমার সময় নষ্ট করতে চাই না। আমাদের সম্পর্ক ভালো, কিন্তু বিষয়টা হতাশাজনক। আমি ভেবেছিলাম এটা মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির আগেই সমাধান হবে। আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা সেটা করে দেখিয়েছি। পুতিন নিজেই আমাকে বলেছিলেন, 'অসাধারণ কাজ।'" মালয়েশিয়া সফর শেষে ট্রাম্প জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় যাবেন। কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আসিয়ান সম্মেলনে তিনি ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বৈঠক করবেন, যাতে দুই দেশের মধ্যে চলমান বাণিজ্যযুদ্ধ আরও না বাড়ে।

দেশের প্রতিটি বাড়িতে সুপেয় জল পৌঁছানোর লক্ষ্যে 'জল জীবন মিশন' একটি ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর: ২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত 'জল জীবন মিশন' ১৫.৭২ কোটি গ্রামীণ পরিবারে নলকূপ থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে, যা গ্রামীণ ভারতের ৮১ শতাংশেরও বেশি বাড়িকে কাভার করছে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট এই মহৎ উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন। সেই সময়, মাত্র ৩.২৩ কোটি গ্রামীণ পরিবারের নলকূপ জল সরবরাহ ছিল, কিন্তু এখন ১২.৪৮ কোটি বাড়ি এই সুবিধার আওতায় এসেছে। ২.০৮ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সহায়তায় চালিত এই মিশনটি গ্রামীণ অবকাঠামোর দ্রুততম সম্প্রসারণের রেকর্ড গড়েছে।

এই মিশনটি শুধু পানির সরবরাহ নিশ্চিত করেনি, বরং গ্রামীণ মহিলাদের শতাব্দী প্রাচীন একটি ভারী বোঝাও কমিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৫.৫ কোটি ঘণ্টা সঞ্চয় হচ্ছে, যার মধ্যে ৭৫ শতাংশই মহিলাদের সময়। ডব্লিউএইচও'র অনুমান অনুযায়ী, যদি প্রতিটি ব্যক্তিকে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষ ডায়রিয়ার কারণে মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব এবং ১৪ মিলিয়ন 'ডিসেবিলিটি অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ারস' রক্ষা করা যাবে। এতে স্বাস্থ্য খাতে প্রায় ৮.২ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাইকেল ক্রেমারের গবেষণার মতে, নিরাপদ জল সরবরাহের ফলে পাঁচ বছরের নিচে বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো যেতে পারে। এছাড়া, এসবিআই রিসার্চের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পানি আনার জন্য বাড়ির মহিলাদের উপস্থিতি ৮.৩ শতাংশ কমেছে, যার ফলে ৯ কোটি মহিলা এই কাজ থেকে মুক্ত হয়েছে এবং কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ ৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে, 'জল জীবন মিশন' ১৯২টি জেলার, ১,৯১২টি ব্লকের, ১,২৫,১৮৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং ২,৬৬,২৭৩টি গ্রামগুলিতে নলকূপ জল সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। এর মধ্যে ১১৬টি জেলা, ১,০১৯টি ব্লক, ৮৮,৮৭৫টি পঞ্চায়েত এবং ১,৭৪,৩৪৮টি গ্রাম এখন গ্রাম সভার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। গোয়া, হরিয়ানা, গুজরাট এবং অরুণাচল প্রদেশসহ ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ১০০ শতাংশ জল সরবরাহ কাভারেজ অর্জন করেছে। এছাড়া, সারা দেশের ৯,২৩,২৯৭টি স্কুল ও ৯,৬৬,৮৭৬টি আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নলকূপ জল সরবরাহ করা হয়েছে। পানির গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য সারা দেশে ২,৮৪৩টি পরীক্ষাগার রয়েছে, যেখানে ২০২৫-২৬ সালে ৩৮.৭৮ লাখ জল নমুনার পরীক্ষা করা হবে। ৪, ৪৯,৯৬১টি গ্রামে ২৪.৮০ লাখ মহিলাকে ফিল্ড টেস্টিং কিট ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ে পানির গুণগত মান পরীক্ষা করতে পারে।

এছাড়া, এই মিশনে স্থায়িত্ব এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়েও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে গ্রে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, জল সংরক্ষণ এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মতো উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত। কমিউনিটি অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হয়েছে।

ডিজিটাল উদ্ভাবনের মাধ্যমে, পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগ একটি ডিজিটাল রেজিস্ট্রি তৈরি করছে, যেখানে প্রতিটি জল সরবরাহ প্রকল্পকে একটি ইউনিক টুঞ্চচছ আইডি দেওয়া হবে। এই প্ল্যাটফর্মটি জিআইএস ম্যাপিং এবং পিএম গতি শক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, যার মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও জল স্যানিটেশন কমিটিগুলি রিয়েল-টাইম তথ্য এবং বিশ্লেষণ পাবেন।

দেশের বিভিন্ন অংশে জল জীবন মিশনের সফলতা নজির হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহারাষ্ট্রের মপান গ্রামে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী নল জল পরিকল্পনার পরিচালনা হাতে নিয়ে ১০০ শতাংশ বিল আদায় করেছে এবং ১.৭০ লাখ টাকা আয় করেছে। নাগাল্যান্ডের বাকোতে স্থানীয় সম্প্রদায় জল উৎস সুরক্ষার জন্য রিচার্জ পিট এবং গাছ লাগানোর কাজ করেছে। অসমের বরবরি গ্রামে নল জল এবং স্বাস্থ্য উদ্যোগের ফলে ২০২২-২৩ সালে ২৭টি জলজনিত রোগের ঘটনা শূন্যে নেমে এসেছে। রাজস্থানের বোথরা গ্রামে চেক ড্যাম ও ট্রেঞ্চ নির্মাণের ফলে জলস্তরের ৭০ ফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে 'জল বন্ধু' অ্যাপটি ডিজিটাল মনিটরিং ব্যবস্থাকে কার্যকর করেছে, যার মাধ্যমে ১৩.৭০ কোটি সম্প্রদায়িক কার্যক্রম ট্র্যাক করা হয়েছে এবং ৪,৫২২টি "জল বাচাও কমিটি" সহায়তা পেয়েছে।

এই মিশন শুধুমাত্র সুপেয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করছে না, বরং গ্রামীণ ভারতের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মহিলা ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির নতুন অধ্যায়ও লিখছে।

উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন অংশগ্রহণ করছেন সেশেলসের নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন আজ রবিবার সেশেলসের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য দেশ ত্যাগ করেছেন। এই সফরকে ভারত ও সেশেলসের মধ্যে গভীর, ঐতিহাসিক ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও মজবুত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, সফরের সময় উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন প্রেসিডেন্ট হারমিনিকে ভারতের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাবেন এবং দুই দেশের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক পুনর্ব্যক্ত করবেন। মন্ত্রক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ লিখেছে, "ভারত-সেশেলস দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন সেশেলসের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য রওনা হয়েছেন।"

বিদেশ মন্ত্রকের শুক্রবার প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, "সেশেলস ভারতের 'ভিশন মহাসাগর' এবং গ্লোবাল সাউথের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এই সফর সেশেলসের সঙ্গে ভারতের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার গভীর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।"

ভারত ও সেশেলসের সম্পর্ক বহু পুরনো। ১৭৭০ সালে পাঁচজন ভারতীয় চাষী শ্রমিক সাতজন আফ্রিকান দাস এবং ১৫ জন ফরাসি উপনিবেশিকদের সঙ্গে সেশেলসে পৌঁছানোর পর থেকেই ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবদান শুরু হয়। আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৭৬ সালে। ২৯ জুন ১৯৭৬-এ সেশেলস স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতীয় নৌবাহিনী জাহাজ আইএনএস নীলগিরির একটি টিম স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল। এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মার্চ ২০১৫-এ সেশেলসের ঐতিহাসিক সফর করেছিলেন। এটি ৩৪ বছরে কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর ছিল। এই সফরের সময় চারটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়, যার মধ্যে রয়েছে কস্টাল রাডার সিস্টেম প্রকল্পের উদ্বোধন, সেশেলসকে দ্বিতীয় ডর্নিয়ার বিমান উপহার দেওয়ার ঘোষণা এবং সেশেলসের নাগরিকদের ভারত সফরের জন্য তিন মাসের ফ্রি ভিসার সুবিধা।

উপরাষ্ট্রপতির এই সফরকে ভারতের "সাগর নীতি" অনুসারে হিন্দ মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতা ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

"ক্ষমতার লোভে আপস করেছেন চিরাগ": তেজস্বী যাদবের কটাক্ষ

পাটনা, ২৬ অক্টোবর : বিহার নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক তীব্রতা বাড়ছে। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) নেতা ও মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব শনিবার লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) প্রধান চিরাগ পাসওয়ানকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, চিরাগ "ক্ষমতার লোভে" আপস করেছেন।

তেজস্বী এই মন্তব্য করেন চিরাগের সাম্প্রতিক অভিযোগের জবাবে। চিরাগ পাসওয়ান দাবি করেছিলেন, ২০০৫ সালে তাঁর পিতা রামবিলাস পাসওয়ান বিহারে একজন মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন, কিন্তু আরজেডি সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। এ প্রসঙ্গে তেজস্বী বলেন, "ও কী বলছে বা বলছে না, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রশ্ন হল, ওর দৃষ্টিভঙ্গি কী? চিরাগ আসলে এনডিএ-তে অস্বস্তিতে আছে।" আরজেডি নেতার অভিযোগ, "এনডিএ-র লোকেরাই চিরাগের পরিবারে আগুন লাগিয়েছিল।" তিনি ইঙ্গিত দেন রামবিলাস পাসওয়ানের মৃত্যুর পর চিরাগ ও তাঁর কাকা পশুপতি কুমার পারাসের মধ্যে দলে যে বিভাজন তৈরি হয়েছিল, সেটির দিকেই। তেজস্বীর ভাষায়, "চিরাগ ক্ষমতার লোভে এনডিএ-র সঙ্গে আছে। ক্ষমতার জন্যই সে আপস করে। তাই ওর বক্তব্যের কোনো গুরুত্ব নেই।"

এর আগে চিরাগ পাসওয়ান আরজেডিকে আক্রমণ করে বলেছিলেন, দলটি আজও মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী বা উপ-মুখ্যমন্ত্রী দিতে প্রস্তুত নয়। তিনি এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, "২০০৫ সালে আমার নেতা, আমার পিতা রামবিলাস পাসওয়ানজী, এক মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য নিজের দলকেও উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন তবু আরজেডি সমর্থন দেয়নি। আজ ২০২৫ সালেও আরজেডি মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী বা উপ-মুখ্যমন্ত্রী দিতে রাজি নয়।"

চিরাগ আরও প্রশ্ন তোলেন, "যদি আপনারা সবসময় একঘেয়ে ভোটব্যাঙ্ক হয়ে থাকেন, তাহলে কবে সম্মান ও অংশীদারিত্ব পাবেন?"

উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দু'দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছিল, কারণ প্রথম দফায় কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। তখন এনডিএ (জেডিইউ ও বিজেপি) পেয়েছিল ৯২টি আসন, আরজেডি ৭৫টি, এলজেপি ২৯টি এবং কংগ্রেস ১০টি আসন। রামবিলাস পাসওয়ান তখন ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর দল কেবল সেই সরকারকেই সমর্থন দেবে, যেখানে একজন মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। কিন্তু আরজেডি রাজি না হওয়ায় সরকার গঠন সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে অক্টোবরে পুনর্নির্বাচনে এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে।

বিহার নির্বাচনের আগে তেজস্বীর বড় ঘোষণা: পঞ্চায়েত সদস্যদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার বীমা, পেনশন স্কিম

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদব পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের জন্য একাধিক আর্থিক সুবিধার ঘোষণা করেছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসে, তবে রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার বীমা কভার এবং পেনশন সুবিধা চালু করা হবে। একই সঙ্গে তাঁদের ভাতা দ্বিগুণ করার আশ্বাসও দিয়েছেন তেজস্বী।

এক সাংবাদিক বৈঠকে তেজস্বী বলেন, "আমরা ঘোষণা করছি যে ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে, বিহারের পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধিদের ভাতা দ্বিগুণ করা হবে। তাঁদের জন্য পেনশন ও ৫০ লক্ষ টাকার বীমা কভার দেওয়া হবে।" এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ও বিকাশশীল ইন্সান পার্টির প্রধান মুকেশ সাহানি।

শুধু পঞ্চায়েত সদস্যরাই নয়, রাজ্যের পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের পরিবেশকরাও এই প্রতিশ্রুতির আওতায় আসবেন। তেজস্বী জানান, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে পরিবেশকদের প্রতি-কুইন্টাল মার্জিন মানি বৃদ্ধি করা হবে। পাশাপাশি রাজ্যের নাপিত, কামার, কুমোর ও কাঠমিস্ত্রিদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া হবে, যার পরিশোধের মেয়াদ থাকবে পাঁচ বছর। তাঁর দাবি, এই উদ্যোগে লোহর, কুমোর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারবেন।

এর আগে তেজস্বী যাদব ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের 'জীবিকা দিদি' নামে পরিচিত চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মীদের স্থায়ী করা হবে, যদি ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসে। সেই সঙ্গে তাঁদের বেতন বাড়িয়ে মাসে ৩০ হাজার টাকা করা হবে। পাশাপাশি ২ হাজার টাকার অতিরিক্ত ভাতা এবং ৫ লক্ষ টাকার বীমা সুবিধাও দেওয়া হবে।

২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবেপ্রথম দফা ৬ নভেম্বর ও দ্বিতীয় দফা ১১ নভেম্বর। ফলাফল ঘোষণা করা হবে ১৪ নভেম্বর।

"জন সুরাজকে ভোট দিন, চাকরির জন্য বিহার ছাড়তে হবে না" প্রতিশ্রুতি প্রশান্ত কিশোরের

সীতামঢ়ি, ২৬ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর দল ক্ষমতায় এলে রাজ্যের মানুষকে আর কাজের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে যেতে হবে না। চঠ উৎসব উপলক্ষে সীতামঢ়িতে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেন, "যদি আপনারা জন সুরাজকে ভোট দেন, তবে যারা ছটের জন্য বাড়ি ফিরেছেন, তাঁদের আর কখনও কাজের জন্য বিহার ছাড়তে হবে না। বিহারের যুবকরা চান, চাকরি যেন বিহারেই মেলে। এবার বিহারে জনগণের সরকার গড়ে উঠবে।"

শুক্রবার প্রশান্ত কিশোর মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, "যখন গুজরাতে এক লক্ষ কোটি টাকার বুলেট ট্রেন তৈরি হচ্ছে, তখন বিহারের তরুণেরা ছটের সময় বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেনে সিটও পাচ্ছেন না।"

তিনি আরও জানান, "এটাই জন সুরাজের জন্মভূমি, যেখানে সাড়ে তিন বছর আগে আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

আমরা সংকল্প নিয়েছিলাম, বিহারের মানুষকে রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করব যেখানে কখনও লালুর ভয়ে বিজেপিকে, আবার কখনও বিজেপির ভয়ে লালুকে ভোট দিতে হয়।"

তিনি আহ্বান জানান, আগামী ১০—১৫ দিনের মধ্যে বিহারের মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা বর্তমান শাসন বজায় রাখতে চান, নাকি পরিবর্তনের পথে হাঁটবেন।

এদিনই গোপালগঞ্জের নির্দল প্রার্থী অনুপ কুমার শ্রীবাস্তব জন সুরাজ পার্টিতে যোগ দেন প্রশান্ত কিশোরের উপস্থিতিতে। এর আগে ওই আসনে দলের প্রার্থী শশী শেখর সিনহা মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন, এবং দল সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীবাস্তবকে সমর্থন করার।

এবারের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে মূল লড়াই এনডিএ ও মহাগঠবন্ধনের মধ্যে। এনডিএ জোটে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), জনতা দল (ইউনাইটেড), লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস), হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (সেক্যুলার) এবং রাষ্ট্রীয় লোক মরচা। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধনে রয়েছে কংগ্রেস, সিপিআই (এমএল), সিপিআই, সিপিএম ও বিকাশশীল ইন্সান পার্টি (ভিআইপি)।

প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টি রাজ্যের সব ২৪৩টি আসনেই প্রার্থী দিচ্ছে। দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবেপ্রথম দফা ৬ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় দফা ১১ নভেম্বর।

ফল ঘোষণা করা হবে ১৪ নভেম্বর।

রবিবার আগরতলায় একটি রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার ও সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ক্যান্সার কী কী পূর্বাভাস দেয়

ক্যান্সার নিয়ে বর্তমানে সচেতনতা বাড়লেও, এই রোগের উপসর্গ প্রসঙ্গে এখনও মানুষের মধ্যে তৈরি হয়নি সম্যক ধারণা। অথচ, উপসর্গগুলিকে আগেভাগে চিনতে পারলেই হারানো সম্ভব ক্যান্সারকেও! অনেকক্ষেত্রে ক্যান্সার ধরা পড়ে তৃতীয় বা চতুর্থ স্টেজে। তখনই চিকিৎসা শুরু করতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। তবে ক্যান্সার এমন এক রোগ, যা ধীরে ধীরে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আগে থেকেই শরীরকে বেশ কিছু পূর্বাভাসও দেয়। সেগুলিকে খেয়াল না করে এড়িয়ে গেলেই বিপদে পড়তে হয়। এজন্য রোগীকে তো বটেই, সচেতন হতে হবে পরিবার ও পরিজনদেরও। সাধারণ হোক বা বিরল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে গ্রোথ অব সেল বা কোষের বিকাশ ঘটে। যে অঙ্গে এই কোষের বিকাশ ঘটছে, সেই অনুযায়ী লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। সেই লক্ষণগুলি চিনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বায়োপসি করিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ক্যান্সার গোড়াতে ধরা পড়লে, তা নির্মূল করা সহজ। নীচে কয়েকটি ক্যান্সার ও তাদের লক্ষণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল: ফুসফুসের ক্যান্সার: শুষ্ক কাশি কিছুতেই সারতে না চাওয়া। গলার স্বর বসে যাওয়া। কফের সঙ্গে রক্তপাত। এই জাতীয় উপসর্গ ফুসফুসের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ওরাল ক্যান্সার: মুখের মধ্যে ঘা দীর্ঘদিন কমছে না। বহু মলম ব্যবহারের পরেও জ্বালা করছে বা কিছুতেই উপসম পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলি ওরাল ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। যাঁরা তামাক জাতীয় পদার্থ সেবন করেন, এই ধরনের উপসর্গ দেখলে সতর্ক হতে হবে।

ব্রেন ক্যান্সার: হঠাৎ মাথা ব্যথা শুরু হওয়া। মাথা ভার হয়ে থাকা। মাইগ্রেন ভেবে অনেক সময়ই রোগীরা এই লক্ষণগুলিকে গুরুত্ব দেন না। তবে এই উপসর্গগুলি ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এছাড়াও হাত, পা অবশ হয়ে যাওয়া, মাঝে মাঝে কাঁপুনি দেওয়া, দৃষ্টি শক্তির সমস্যা, কানে কম শোনা এগুলিও ব্রেন ক্যান্সারের উপসর্গ।

ত্বকের ক্যান্সার: শরীরে কোনও জায়গায় ঘা হলে সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিকে তা কমে যায়। যদি রোগীর ব্লাড সুগার না থাকে সেক্ষেত্রে এটি ত্বকের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। এছাড়াও তিল বা আঁচিলের হঠাৎ পরিবর্তন, দেহে কালশিটে দেখা দিলে সতর্ক হওয়া দরকার। পাকস্থলীর ক্যান্সার: আচমকা ওজন কমছে? হজমে সমস্যা হচ্ছে? খিদে পাচ্ছে না? বা খেলেই পেট ফুলছে? এগুলি পাকস্থলীর ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। এক্ষেত্রে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখা উচিত।

স্তন ক্যান্সার: স্তনের আকারের বা স্তনবৃন্তের রঙের হঠাৎ পরিবর্তন হলে মহিলারা অনেক সময়ই খেয়াল করেন না। তবে মাথায় রাখতে হবে এই ধরনের পরিবর্তনগুলি ব্রেস্ট ক্যান্সারের উপসর্গ হতে পারে। মনে রাখবেন, স্তন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যথা হয় না। তাই পরিবর্তন খেয়াল করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। জরায়ু মুখের ক্যান্সার: অনিয়মিত ঋতুস্রাব, জরায়ু থেকে রক্তপাত, দীর্ঘদিন পর আবার ঋতুস্রাব শুরু হওয়া, বেশি বয়সের মহিলাদের সহবাসের সময় রক্তপাত এগুলি সারভাইক্যাল ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

প্রস্টেট ক্যান্সার: মূলত বেশি বয়সের পুরুষদের এই ক্যান্সার হয়। তাই ৫০- এর উর্ধ্বে যে কোনও ব্যক্তির উচিত সুগার, প্রেশারের মতো প্রতি মাসে একবার প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করা। তাহলেই এই ক্যান্সার হয়েছে কি না স্পষ্ট হয়।

রক্তের ক্যান্সার: হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়া, বারবার জ্বর, সংক্রমণ এই ক্যান্সারের উপসর্গ হতে পারে। নিজের শরীরকে বুঝতে শেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্তনকে অবহেলা করা চলবে না। পাশাপাশি তামাক জাতীয় পদার্থ সেবন না করা, নিয়মিত শরীরচর্চা, অতিরিক্ত জাঙ্কফুড, তেলে ভাজা এড়িয়ে চললে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। কারণ ওবেসিটিও ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। যতটা সম্ভব শাক সব্জি, প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরিমিত ও স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রাই সুস্থতার চাবিকাঠি।

চলনভঙ্গিতেই লুকিয়ে অসুখ

আমাদের হাঁটার জন্য প্রয়োজন হয় অস্থি, অস্থিসন্ধি, স্নায়ু ও পেশির। এই সবগুলি অঙ্গের মধ্যে সঠিকভাবে মেলবন্ধন যদি না ঘটে তাহলেই হাঁটার ধরনে সমস্যা তৈরি হবে। হাঁটার ধরন দেখেই বোঝা সম্ভব হয় জটিলতা ঠিক কোথায়, নার্ভে, পেশিতে নাকি অস্থিসন্ধিতে! উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, থাইয়ের উপরের দিকের পেশিতে দুর্বলতা থাকলে তাকে বলে প্রক্সিমাল উইকনেস, এই ধরনের জটিলতা থাকলেও পড়বে হাঁটার ধরনে প্রভাব। ওই ব্যক্তির চলনভঙ্গি পেঙ্গুইন বা হাঁসের চলভঙ্গির মতো হয়ে যাবে। এই জটিলতাকে বলে ওয়াডলিং গেইট। এভাবেই অসুস্থতার সঙ্গে বদলে যায় চলনভঙ্গি।

স্ট্রোক: কোনও কোনও স্ট্রোকের রোগীর শরীরের একদিক দুর্বল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে তিনি হাঁটার সময় তাঁর একদিকের পা সোজা হয়ে থাকে, ভাঁজ হয় না। সেক্ষেত্রে তিনি হাঁটলে মনে হবে যেন তাঁর একদিকের পা সোজা আছে আর অন্য পা বেঁকিয়ে হাঁটছেন। এই বিষয়টিকে বলে হেমিপ্লেজিক গেইট। আবার স্ট্রোকের কারণে শরীরের দুই দিকের অংশই দুর্বল

হয়ে গেলে রোগী হাঁটার সময় একটা পা ক্রস করে অন্য তারপর পা রাখবে। এই সমস্যাকে বলে সিসরস গেইট বা কাঁচির মতো পা ফেলা। এই ধরনের রোগীর হাতও অনমনীয় হয়ে যেতে পারে। ফলে তিনি হাঁটার সময় মনে হয় তিনি যেন হাত শক্ত করে হাঁটছেন!

ব্রেনে জটিলতা: আবার কারও যদি ব্রেনের বেসাল গ্যাংলিয়ায় কোনও সমস্যা তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে তাঁর হাঁটার সময় শরীরে একধরনের ঝাঁকুনি দেখা দেবে। যেন হঠাতহঠাতকরে এক একটি পা লাফিয়ে ফেলছেন। হাতেও একই ধরনের মুভমেন্ট দেখা যায়। এই ধরনের বিষয়টিকে কোরিফর্ম গেইট বলে। পেরিফেরাল নার্ভ ডিজিজ: আবার কোনও রোগীর পায়ের প্রান্তীয় স্নায়ুগুলি নষ্ট হয়ে গেলে তিনি মাটি থেকে বেশ খানিক উঁচুতে পা তুলে হাঁটেন ও বেশ জোরে বা দুম করে পা মাটিতে ফেলেন। যাকে বলে স্ট্যাম্পিং গেইট।

পার্কিনসনস: স্নায়ুরোগ পার্কিনসনস-এর রোগীর পায়ের পেশিগুলি শক্ত হয়ে যায়। শরীরের ভারসাম্যের সমস্যা দেখা দেয়। এই রোগী মাটি থেকে পা বেশি তুলতে পারেন না। যেন মনে হয়, মাটির সঙ্গে পা ঘষে ঘষে হাঁটছেন। তাঁর হাঁটার গতি তা অনেকটা মন্থর হয়ে পড়ে যাকে বলে স্লো সাফলিং গেইট। এছাড়া থাকে হাতে পায়ে কাঁপুনি। রোগীকে দেখে মনে হয় হাঁটতে হাঁটতে বোধহয় রোগী পড়ে যাবেন। ঠিক তখনই তার হাঁটার গতি অনেক বেড়ে যায়! এই সমগ্র বিষয়টিকে বলে ফেস্টিনেটিং গেইট। এমন আরও নানা শারীরিক সমস্যা আছে যার কারণে বদলে যেতে পারে চলনভঙ্গি। যেমন অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডাইলোসিস রোগে হাঁটার সময় রোগীর শরীরের গঠন হয়ে যায় বাংলার 'দ'-এর মতো! আবার আমাদের কানের ভিতরের অংশ বা অন্তঃকর্ণ শরীরের ব্যালেন্স রক্ষা করে।

সেই অংশে কোনও জটিলতা দেখা দিলে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। মস্তিষ্কের সেরিবেলাম নামে একটি অংশ আছে, সেই অংশেও কোনও জটিলতা হলে শরীরের ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে যার প্রভাব পড়তে পারে চলনভঙ্গিতে এবং হাত-পায়ের মুভমেন্টেও জটিলতা দেখা যায়।

আবার যে রোগীর হার্ট ও লাং কমজোরি তিনি তো হাঁটতে গেলেই হাঁফ ধরবে! অতএব চেম্বারের চৌকাঠ পেরনর পর একজন রোগী যখনই চেম্বারের দরজা পেরিয়ে ঢোকেন, তখনই তাঁর রোগনির্ণয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে যান চিকিতক।

পাঁচ ভঙ্গি: ঘাড়, কোমরের ব্যথা সারাতে অভ্যাস করে ফেলতে পারেন

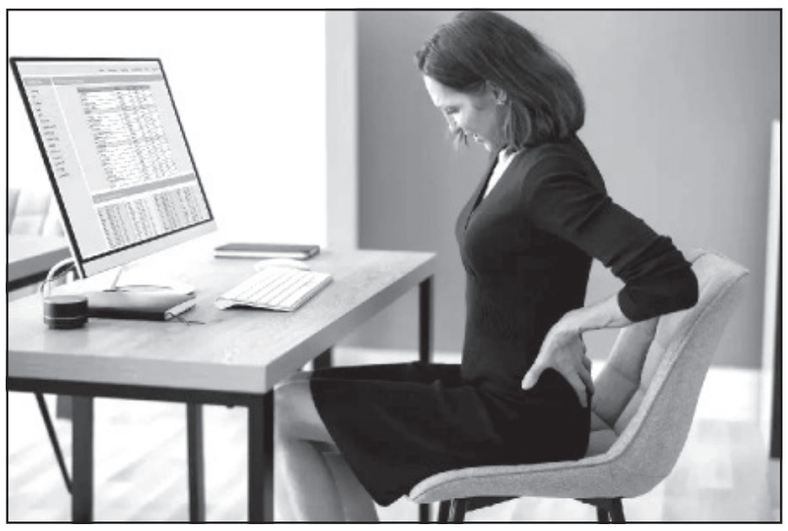

একটা বয়সের পর ঘাড়, কোমরের ব্যথায় ভোগেন বেশির ভাগ মানুষ। কম বয়সে দেহের পেশির উপর অত্যধিক চাপ, হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে এই ধরনের সমস্যা বেড়ে যায়। তবে ঘাড়, কোমরের ব্যথার জন্য এই প্রজন্মের কর্মসংস্কৃতিও অনেকাংশে দায়ী। দিনের বেশির ভাগ সময়েই কাটে ঘাড় গুঁজে। ল্যাপটপ, মুঠোফোনে চোখ রেখে। আর তা থেকেই যত সমস্যার সৃষ্টি। এই ধরনের ব্যথা বশে রাখতে নিয়মিত কিছু ভঙ্গি অভ্যাস করার পরামর্শ দেন প্রশিক্ষকেরা। কাজে বেরোনোর আগে এই সব ভঙ্গি অভ্যাস করতে খুব বেশি সময়ও লাগে না। তবে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চাইলে ধৈর্য নিয়ে, সঠিক ছন্দে অভ্যাস করা জরুরি।

১) স্ট্যান্ডিং ফরওয়ার্ড বেন্ড

সোজা হয়ে দাঁড়ান। তার পর আস্তে আস্তে পা দুটো সামান্য ফাঁক করুন। এবার ভাল করে শ্বাস নিতে নিতে হাত দুটো উপরের দিকে তুলুন। এ বার আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। হাতের সাহায্যে গোড়ালি স্পর্শ করুন। খেয়াল রাখবেন হাঁটু যেন না ভাঙে। ২০-৩০ সেকেন্ড এই অবস্থায় থাকার পর আগের অবস্থায় ফিরে যান।

২) ট্রায়াঙ্গল পোজ

প্রথমে দু'টি পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। হাত দু''টি দু'পাশে লম্বা করে দিন। এ বার বাঁ পাশে শরীরকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলকে স্পর্শ করুন। ডান হাতটি উপরের দিকে একেবারে সোজা করে রাখতে হবে। হাঁটু দু'টি ভাঙা চলবে না। দশ অবধি গুনুন। এ বার দু'টি হাত না ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একই ভাবে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। ৩ বার এই আসনটি করুন। ৩) ডাউনওয়ার্ড-ফেসিং ডগ প্রথমে মাটির দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ুন। তার পর মাটি থেকে কোমর উঁচু করে তুলে ধরুন। পা এবং হাতের উপর ভর দিয়ে রাখুন। মাটির সঙ্গে দেহের অবস্থান এমন ভাবে থাকবে, যেন দেখতে ত্রিভুজের মতো লাগে। ৪) লেগ আপ দ্য ওয়াল প্রথমে চিতহয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার দু'পা একত্রে সোজা করে মাটি থেকে উপরে তুলতে চেষ্টা করুন। হাতে ভর দিয়ে কোমর ধীরে ধীরে উপর দিকে তুলতে চেষ্টা করুন। শরীরের অবস্থান অনেকটা সর্বাঙ্গাসনের মতো দেখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এই আসন অভ্যাস করার সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস যেন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। ৫) বো পোজ পেট উপুড় করে শুয়ে পড়ুন। তার পর হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা যতটা সম্ভব পিঠের উপর নিয়ে আসুন। এ বার দু'হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে গোড়ালির উপর শক্ত করে চেপে ধরুন। চেষ্টা করুন পা দুটো মাথার কাছাকাছি নিয়ে আসতে। এই ভঙ্গিতে মেঝে থেকে বুক হাঁটু এবং উরু উঠে আসবে। তলপেট এবং পেট মেঝেতে রেখে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড থাকুন। তার পর পূর্বের ভঙ্গিতে ফিরে যান। এই আসন বার তিনেক করতে পারেন।

হাঁটা দেখে রোগ নির্ণয়

জনশ্রুতি, বিধানচন্দ্র রায় নাকি রোগীর পায়ের বুড়ো আঙুল দেখে রোগ নির্ণয় করতে পারতেন। যদিও এই ক্ষমতা নিয়ে চিকিৎসক মহলে নানা মতান্তর ও সমর্থন রয়েছে। তবে রোগীর শরীরের ভঙ্গি, রোগীর হাঁটা, হাঁটার ধরন এসব দেখেও কিছু রোগ চিহ্নিত করা যায়। বিশেষ করে হাড়ের অসুখ ও হাড়ের নানা ব্যথাবেদনার ক্ষেত্রে হাঁটা দেখে রোগ নির্ণয় অনেক সময় করা হয়।

১. স্পাইনাল ক্যানাল স্টোনোসিস: বয়সকালে স্পাইনাল কর্ডে চাপ পড়ে অনেকের হাঁটার ধরন বদলে যায়। শপিং মল-এ কার্ট ঠেলে নিয়ে যাওয়ার মতো রোগী সামনের দিকে একটু এগিয়ে ঝুঁকে হাঁটেন। একে বলে স্পাইনাল ক্যানাল স্টোনোসিস। যাবতীয় পরীক্ষা করার আগে এই হাঁটার পদ্ধতি দেখে বেশিরভাগ সময়ই চেনা যায় অসুখটি।

২. মাসল স্প্যাজম: কোমরের পেশিতে কোনওরকম চোট থাকলে বা পেশি শক্ত (স্প্যাজম) হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক সময় রোগী সোজা হয়ে হাঁটেন। কোনওদিকে স্বাভাবিক নড়নচড়নও খুব একটা থাকে না। মূলত কোমরের পেশির সমস্যা থেকেই এই সমস্যা হয়।

৩. নি অস্টিওআর্থাইটিস: হাঁটার দু'টি ভাগ হয়। এক, যখন পুরো পায়ের পাতা মেঝের উপর থাকছে, দুই, পায়ের আঙুল বা গোড়ালি যখন মেঝে থেকে উপরের দিকে থাকে। যাঁদের একটি পায়ের হাঁটুতে অস্টিওআর্থাইটিস হয়েছে, তাঁরা ওই পায়ের পাতাটি বেশিক্ষণ মেঝের উপর রাখেন না। কারণ, মেঝের সঙ্গে উল্লম্বভাবে চাপ পড়লে রোগীর পায়ে ব্যথা বাড়ে। তিনি দ্রুত মেঝে থেকে ওই পা তুলে নেন। অনেকে হাঁটু ভাঁজ করতেও পারেন না। ফলে সেক্ষেত্রেও হাঁটার পদ্ধতি বদলায়। কারও কারও ক্ষেত্রে দুলে দুলে হাঁটা বা একটু পা টেনে টেনে হাঁটার উপসর্গ দেখা দেয়। তা দেখেও রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা করা সম্ভব।

৪. মোটর নিউরোমা: অনেকের ক্ষেত্রে পায়ের দুই আঙুলের ফাঁকে নার্ভ বেড়ে যাওয়ার সমস্যা হয়। ফলে রোগীর হাঁটার সমস্যা হয়। তিনি অনেকটা হিলের উপর বা

গোড়ালির উপর ভর করে হাঁটার চেষ্টা করেন।

৫. স্যাক্রোলিয়াক জয়েন্ট পেইন: কোমরের জয়েন্টের এই অসুখে হাঁটার ধরন বদলায়। হাঁটার সময় এক দিকের কোমর ওঠানামা করতে থাকে। এছাড়াও গেইট অ্যানালিসিস ল্যাবেও রোগীর হাঁটা পর্যালোচনা করা হয়। এই ল্যাবে রোগীকে ৬-৭ মিটার হাঁটতে বলা হয়। সেখানে তাঁর হাঁটু, কোমর ও পায়ের নানা কোণে রিফ্লেক্টর লাগিয়ে তাদের কৌণিক অবস্থান মাপা হয়। ফুট প্রেশার সেন্সর মনিটর করা হয়। তারপর তা নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্যাটার্নে ফেলে দেখা হয় কোন রোগের ক্ষেত্রে হাঁটার ধরন কীভাবে ও কতটা বদলাচ্ছে। এভাবে স্লিপ ডিস্ক, ফ্ল্যাট ফুট ইত্যাদি অসুখও নির্ণীত হয়। পুরনো ব্যথার ক্ষেত্রে চিকিৎসা দেওয়ার পরেও রোগীর গেইট অ্যানালিসিস করে দেখা হয় চিকিৎসায় কতটা উন্নতি হল। এভাবেই নানা হাড়ের রোগের চিকিৎসায় গেইট অ্যানালিসিস কাজে আসছে রোগীর।

ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন স্ট্রোকের ঝুঁকি

ঘুমিয়ে পড়লেই নাক ডাকেন? এই অভ্যাস মোটেও ভাল নয়। সশব্দে নাক ডাকলে পাশে শুয়ে থাকা সঙ্গীরও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় আপনার নিজের। ঘুমের ঘোরে সশব্দে নাক ডাকার অভ্যাসকে চিকিৎসার ভাষায় 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' বলা হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা থাকলে এই নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। অনেকেই এই নাক ডাকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না। কিন্তু সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, ৫০ বছর বয়সের আগেই যদি কারও নাক ডাকার সমস্যা শুরু হয়, এটি দীর্ঘমেয়াদী রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। বিশেষত হৃদরোগ, স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। অর্থাৎ নাক ডাকা আপনার মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই এই বিষয়টিকে ভুলেও হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। সম্প্রতি স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ থেকে ৫০ বছর বয়সের ৭৬৬,০০০ প্রাপ্তবয়স্কদের ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়। এঁদের মধ্যে ৭,৫০০ জন ব্যক্তি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগছিলেন। এই সমীক্ষাতে দেখা গিয়েছে ৫০ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে রাতে নাক ডাকার অভ্যাস ভবিষ্যতে হৃদরোগ ও স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' হল এমন একটি স্বাস্থ্য অবস্থা, যেখানে ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা তৈরি হয়। এর ফলে উচ্চস্বরে নাক ডাকা এবং ঘন ঘন নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। ১০ বছর ধরে সমীক্ষা চালানোর পর দেখা গিয়েছে, যাঁরা এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভোগেন, তাঁদের মধ্যে স্ট্রোকে ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি গবেষকেরা বলছেন, যে সব ব্যক্তি ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগেই এহলঅবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগছেন, তাঁদের মধ্যে অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশনে (এক প্রকার হৃদরোগ, যেখানে হৃদস্পন্দন অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক হয়) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা পাঁচগুণ বেশি। এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন, কিন্তু স্বীকার করতে চান না। কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া কোনও তুচ্ছ বিষয় নয়, যে আপনি অবহেলা করবেন। স্থূলতা, ধূমপান, মদ্যপানের মতো বিষয়গুলো স্লিপ অ্যাপনিয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। প্রথম থেকে সুস্থ লাইফস্টাইল মেনে চললে নাক ডাকা কমাতে পারেন। অনেকেই একা ঘুমাবেন। সেক্ষেত্রে বোঝা যায় না যে, আপনি রাতে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন কিনা। ঘুম থেকে ওঠার পর গলা খুব বেশি শুকিয়ে যায়? তখন বুঝবেন আপনি স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত। এছাড়া স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত হলে সারাদিন ধরে ঝিমুনি ভাব, ক্লান্তি, মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে। এছাড়া ঘুম থেকে ওঠার পর মাথা ব্যথার মতো উপসর্গও দেখা দেয়।

ওজন বৃদ্ধিও হাইপোথাইরয়েডিজমের প্রধান লক্ষণ

বয়স কম হোক বা বেশি, ওজন বেশি থাকলে সব মহিলাই তা কমাতে চেষ্টা করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডায়েট কন্টোল করেই ওজন কমানোর চেষ্টা করেন। অথচ কেউ কেউ এমনও আছেন, দেখা যায় শরীরে কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে ওজন বেড়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও তা কমাতে পারছেন না? এর পেছনে প্রধান কারণ হতে পারে থাইরয়েডের অসুখ। প্রশ্ন হল থাইরয়েড কী? থাইরয়েড আমাদের গলার কাছে থাকা একটি ছোট গ্রন্থি, যা আমাদের শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যখন এই গ্রন্থি যথেষ্ট পরিমাণ হরমোন তৈরি করতে পারে না, তখন তাকে হাইপোথাইরয়েডিজম বলা হয়। হাইপোথাইরয়েডিজমের কারণে বিপাক ক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। এর ফলে শরীর ক্যালোরি কম পোড়ায় এবং অতিরিক্ত ক্যালোরি ফ্যাট হিসাবে জমা হতে থাকে। এর ফলে নিয়মিত ডায়েট বা ব্যায়াম করেও ওজন কমানো কঠিন হয়ে যায়। এই কারণেই ওজন বৃদ্ধিও হাইপোথাইরয়েডিজমের একটি প্রধান লক্ষণ, কিন্তু এটিই একমাত্র লক্ষণ নয়। আরও বেশ কিছু উপসর্গ দেখে রোগী বুঝতে পারেন থাইরয়েডের সমস্যা হওযার আশঙ্কা আছে কি না।

হাইপোথাইরয়েডিজমের উপসর্গ

ক্লান্তি: সারাদিন দুর্বল লাগে। ক্লান্তিবোধ ঘিরে থাকে শরীর। পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও সতেজ বোধ হয় না। শীতলতা: হাইপোথাইরয়েডের রোগীর সাধারণের তুলনায় শীতভাবে বেশি লাগে। শুষ্ক ত্বক ও চুল: রোগীর ত্বক রুক্ষ হয়ে যাওয়া, চুল পড়া বা চুলের আগা ফেটে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা যেতে পারে। স্মৃতিশক্তির সমস্যা: কোনও কিছু মনে রাখতে অসুবিধা হওয়া, মনঃসংযোগের অভাব দেখা যেতে পারে রোগীর মধ্যে। কোষ্ঠকাঠিন্য: কিছু রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগার মতো জটিলতাও দেখা যেতে পারে। মেনস্ট্রুয়েশনে অনিয়ম: মেয়েদের ক্ষেত্রে মেনস্ট্রুয়েশনে অনিয়ম বা অতিরিক্ত রক্তপাতের মতো সমস্যাও দেখা যেতে পারে। ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা: হরমোনের তারতম্যের কারণে মন খারাপ বা বিষণ্ণতার মতো জটিলতাও দেখা যেতে পারে। অতএব এমন একাধিক লক্ষণ শরীরে প্রকাশ পেলে শুধু ডায়েট নিয়ে চিন্তা না করে একজন চিকিতকেরও পরামর্শ নেওয়া দরকার। চিকিতক রোগীকে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (টিএসএইচ) এর মাত্রা দেখার কথা বলতে পারেন। এই পরীক্ষার ফলাফল থেকেই বোঝা যায় রোগীর হাইপোথাইরয়েডিজম আছে কি না।

যদি হাইপোথাইরয়েডিজম ধরা পড়ে, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। সঠিক চিকিৎসা এবং ওষুধ সেবনের মাধ্যমে এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। চিকিতক সাধারণত থাইরয়েড হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির পরামর্শ দেন রোগীকে। এক্ষেত্রে রোগীকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট ডোজের ওষুধ খেতে হয়। এই ওষুধ নিয়মিত সেবন করলে বিপাক ক্রিয়া স্বাভাবিক হয় এবং ওজন কমানোর প্রক্রিয়া সহজ হয়। সুতরাং, শুধু ডায়েট করেও যদি ওজন না কমে, তবে তা হাইপোথাইরয়েডিজমের লক্ষণ হতে পারে। মহিলাদের বিপদ-হাইপোথাইরয়েডিজম মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ হাইপোথাইরয়েডিজম এবং তার কারণে সৃষ্ট স্থূলত্ব মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা তৈরি করতে পারে, উদাহরণ হিসেবে হৃদরোগ, বন্ধ্যাত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, স্নায়ু সমস্যা, গলগণ্ড, গর্ভকালীন জটিলতা, এমনকী গর্ভবতী মহিলাদের হাইপোথাইরয়েডিজম থাকলে তা প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়া (গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি ও খিঁচুনি), গর্ভপাত, অকাল প্রসব এবং শিশুর জন্মগত ত্রুটিওর কারণ হতে পারে।

রবিবার আগরতলায় মন কি বাত শুনেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সক্রিয়, তামিলনাড়ুর একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

চেন্নাই, ২৬ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সক্রিয় থাকায় তামিলনাড়ুর একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। চেন্নাইয়ে অবস্থিত আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র রবিবার জানিয়েছে, চেন্নাই, চেঙ্গেলপাট্টু, তিরুভল্লুর, কাঞ্চিপুরম, রানিপেট ও ভেল্লুরপ্পম জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও পুদুচেরিতে ঝড়ো বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতর মৎস্যজীবীদের সামনের কয়েক দিনে সমুদ্রে না যাওয়ার তীব্র সতর্কতা দিয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের তথ্যমতে, মধ্য ও পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সক্রিয় রয়েছে, যার ফলে তামিলনাড়ুর উপকূলীয় অঞ্চলে লাগাতার বৃষ্টি ও তীব্র বাতাস চলছে। আজ সোমবার তিরুভল্লুর, চেন্নাই ও রানিপেট জেলায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। চেঙ্গেলপাট্টু, কাঞ্চিপুরম, ভেল্লুর, ভেল্লুরপ্পম ও পুদুচেরিতে ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জানান, এই নিম্নচাপ সিস্টেমটি বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রীয় ও উত্তর-পশ্চিম অংশে তৈরি বড় পরিবাহন পদ্ধতির অংশ, যা আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও শক্তিশালী হতে পারে। এর উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রগতির কারণে তামিলনাড়ুর উত্তর উপকূলীয় জেলাগুলো এবং পুদুচেরিতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী মানুষ এবং মৎস্যজীবীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য অংশে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে, আর উত্তর-পশ্চিম অংশে এটি ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সমুদ্রে উচ্চতর ঢেউ ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্য প্রশাসন সব উপকূলীয় জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলকে উচ্চ সতর্কতায় রেখেছে এবং নিম্নভূমি এলাকায় জলাবদ্ধতার পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি শুরু করেছে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু ১৬ অক্টোবর থেকে সক্রিয় হয়েছে এবং গত সপ্তাহে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দিনে পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখা হবে এবং প্রয়োজনীয় আপডেট প্রদান করা হবে। সাধারণ মানুষকে আবহাওয়া সতর্কতা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে নিরাপদ স্থানে থাকার অনুরোধ করা হয়েছে।

ভারতের সামুদ্রিক শক্তি ও নীল অর্থনীতি মজবুত করতে মুম্বইয়ে শুরু হচ্ছে 'ভারত সামুদ্রিক সপ্তাহ ২০২৫'

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : দেশের সামুদ্রিক শক্তি ও ব্লু ইকোনমি আরও শক্তিশালী করতে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'ভারত সামুদ্রিক সপ্তাহ ২০২৫'। এই মহা-আয়োজনের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ২৭ অক্টোবর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে নেস্কো প্রদর্শনী কেন্দ্র। পাঁচ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলবে ২৭ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত।

এই আয়োজনটি যৌথভাবে করছে ভারতীয় বন্দর সংস্থা এবং বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রণালয়। এর মূল লক্ষ্য হলো ভারতকে একটি বৈশ্বিক সামুদ্রিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, টেকসই উন্নয়নকে উৎসাহিত করা এবং ব্লু ইকোনমি-কে আরও এগিয়ে নেওয়া। উদ্বোধনী ভাষণে অমিত শাহ ভারতীয় সামুদ্রিক খাতের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি ও 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' গঠনে এর ভূমিকা তুলে ধরবেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল, প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, এবং একাধিক উপকূলীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফাডনবিশ, গুজরাটের ভূপেন্দ্র পটেল, গোয়ার প্রমোদ সাওয়ন্ত, এবং ওডিশার মোহন চরণ মাঝি। এই আয়োজনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি সামুদ্রিক শিল্প, নীতি-নির্ধারক, বিনিয়োগকারী ও উদ্ভাবকদের এক মঞ্চে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

পাঁচ দিনের এই কর্মসূচিতে থাকবে প্রদর্শনী, প্যানেল আলোচনা ও ইন্টার‍্যাকটিভ সেশন, যেখানে বন্দর, নৌপরিবহন, লজিস্টিকস ও সামুদ্রিক প্রযুক্তি খাতে নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হবে। ভারতের সামুদ্রিক শক্তিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা এবং সহযোগিতা ও উদ্ভাবন বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য। এ বছর কর্মসূচির মূল ফোকাস থাকবে 'স্মার্ট পোর্টস', 'ডিজিটাল লজিস্টিকস' এবং 'গ্রিন টেকনোলজি'-র উপর। পাশাপাশি, সৌর ও বায়ুশক্তিচালিত জাহাজ ও বন্দর বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই সাগরমালা প্রকল্প, বন্দর আধুনিকীকরণ, এবং গ্রিন শিপিং উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের নীল অর্থনীতিকে নতুন গতি দিচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের ১২টি প্রধান বন্দর ৮৭০ মিলিয়ন টন কার্গো সামলেছে, যা গত বছরের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি। 'ভারত সামুদ্রিক সপ্তাহ ২০২৫'-এ ২০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি, ২০০-রও বেশি প্রদর্শক, এবং ৫,০০০-র বেশি দর্শক উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান ভারতীয় সামুদ্রিক শক্তির উত্থান ও বৈশ্বিক সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেবে।

মণিপুরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়ছে, আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৩০০ ছাড়াল; ইম্ফল ওয়েস্ট সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত

ইম্ফল, ২৬ অক্টোবর : মণিপুরে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বশেষ জেলা ভিত্তিক রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যে মোট ৩,৩৩৪ জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৯টি নতুন সংক্রমণের যোগফলের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইম্ফল ওয়েস্ট জেলা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে, যেখানে মোট ২,৩২৩ জন আক্রান্তের মধ্যে গত এক দিনে ৩৮টি নতুন ঘটনা যোগ হয়েছে। ইম্ফল ইস্টে মোট ৬০৮ জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে, যাদের মধ্যে ২১ জন নতুন সংক্রমণ।

অন্য জেলার সংক্রমণ সংখ্যা হলোবিষ্ণুপুর ৯৬, থৌবাল ৭৪, সেনাপতি ৬১ এবং কাকচিং ৪৫। অন্য জেলা যেমন উখরুল, চাণ্ডেল, তামেনগ্লং, তেঙ্গনুপাল, কামজং, ননি, কাংপোকপি এবং চুরাচান্দপুরে প্রতিটি জেলার সংক্রমণ ৫০ এর কম। জিরিবাম এবং ফেরজাওল এখনও সংক্রমণ মুক্ত।

রাজ্যে এখন পর্যন্ত এক জনের মৃত্যু হয়েছে, যা পূর্বে বিষ্ণুপুর জেলায় রিপোর্ট করা হয়। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন কোনো মৃত্যু ঘটেনি।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানান, তারা পরিস্থিতি মনিটর করছেন এবং জনসাধারণকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। সাধারণ মানুষকে মশার প্রজনন স্থান দূর করা, মশার প্রতিষেধক ব্যবহার করা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ডা. জুগিন্দ্র সরোখাইবাম, অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথকেয়ার প্রোভাইডার্স অফ ইন্ডিয়ার সদস্য, জানান যে পরিবর্তিত আবহাওয়া রোগের ধরনে প্রভাব ফেলছে। "উচ্চ তাপমাত্রার কারণে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ এবং জিনগত সংমিশ্রণ পরিবর্তিত হতে পারে, যা গাট মাইক্রোবায়োমকে প্রভাবিত করতে পারে," তিনি বলেন।

বিশেষজ্ঞরা আরও উল্লেখ করেছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তন ভেক্টর-সংক্রামক রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। "জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর দূরের সমস্যা নয় এটি বাস্তবে ঘটছে, এবং আমরা তা সরাসরি দেখছি," একজন বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন। তিনি যোগ করেছেন যে, ডেঙ্গু প্রায় প্রতিটি জেলায় এন্ডেমিক হয়ে গেছে এবং সরকার, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটি ও জনগণের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। "কোনও একটি বিভাগ বা খণ্ড একা এই সমস্যা মোকাবিলা করতে পারবে না কেবল সমন্বিত প্রচেষ্টা অর্থবহ পরিবর্তন আনতে পারে," তিনি জোর দিয়ে বলেছেন।

স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ আবারও জনগণকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ ও ভবিষ্যতের প্রাদুর্ভাব রোধে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

ভারত প্রথমবার এশিয়া-প্যাসিফিক অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন গ্রুপ এর সভা ও কর্মশালার আয়োজক

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : ভারত প্রথমবারের মতো এশিয়া-প্যাসিফিক অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন গ্রুপ এর চারদিনব্যাপী সভা ও কর্মশালার আয়োজক হতে যাচ্ছে। ২৮ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রায় ৯০ জন বিমান দুর্ঘটনা তদন্তকারী অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করছে বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো, যা নাগরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে।

কেন্দ্রীয় নাগরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রামমোহন নাইডু ২৮ অক্টোবর এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। এপ্যাক-এআইজি এর এই বার্ষিক সভায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের আইসিএও সদস্য দেশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সাধারণত এই সভার আয়োজন সদস্য দেশগুলো পালাক্রমে করে থাকে, তবে এবার প্রথমবারের মতো ভারত এর আয়োজন করছে।

সভার সময় এশিয়া-প্যাসিফিক দেশগুলোর বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক বিমান চলাচল সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। সভায় বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত প্রক্রিয়া, রিপোর্টিং মানদণ্ড, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো সদস্য দেশগুলোর মধ্যে জ্ঞান এবং দক্ষতা ভাগাভাগি বাড়ানো, যাতে এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে বিমান দুর্ঘটনা তদন্তের সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা যায়।

২৮ ও ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে কর্মশালা, যেখানে বিমান দুর্ঘটনা তদন্তের প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলিতে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এতে এএআইবি, ডিজিসিএ (নাগরিক বিমান চলাচল মহাপরিদপ্তর) এর কর্মকর্তারা এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা অংশ নেবেন। এরপর ৩০ ও ৩১ অক্টোবর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের আইসিএও সদস্য

মণিপুরে থৌবাল ও ইম্ফলে যৌথ অভিযানে চার সন্ত্রাসী গ্রেফতার, অস্ত্র ও মোবাইল উদ্ধার

ইম্ফল, ২৬ অক্টোবর : মণিপুর পুলিশ ২৫ অক্টোবর থৌবাল ও ইম্ফল জেলায় একাধিক সফল অভিযানের মাধ্যমে প্রহরী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত চারজন সক্রিয় সন্ত্রাসী গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা নিষিদ্ধ সংগঠন প্রেপাক (প্রো), কেসিপি (টাইবাং নগনবা) এবং কেওয়াইকেএল-এর সঙ্গে যুক্ত।

থৌবাল জেলায় দুইজন প্রেপাক (প্রো) সদস্য পৃথক স্থানে গ্রেফতার করা হয়। ৩২ বছর বয়সী রাজকুমার নেভি মৈতৈকে ওয়াংজিং বাজার থেকে এবং ২৭ বছর বয়সী থোংগাম রোনাল্ডো সিংকে লিলং বাজার থেকে আটক করা হয়েছে। তারা উভয়েই ওয়াংজিং এলাকায় সন্ত্রাসী চাঁদাবাজিতে জড়িত ছিলেন। তাদের কাছ থেকে একটি ৩৬ এইচই হ্যান্ড গ্রেনেড এবং দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ইম্ফল ইস্ট জেলার জেনিমসের কাছে পোরমপট আয়াংপল্লি রোডে নিরাপত্তা বাহিনী কেসিপি (টাইবাং নগনবা)-এর সদস্য ৬৭ বছর বয়সী হুয়াম রমেশ্বর সিংকে (ছদ্মনাম ইয়াইমা বা টায়াই) গ্রেফতার করে। অভিযান চলাকালীন তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

ইম্ফল ওয়েস্ট জেলার সিংজমেই এলাকায় আরেকটি অভিযান পরিচালিত হয়, যেখানে কেওয়াইকেএল-এর ৩১ বছর বয়সী সদস্য হেমারজিৎ লাইশাংথম (ছদ্মনাম লালু) তার বাড়ি লেইশাংথম লাইকাই থেকে গ্রেফতার হয়। সেখানে একটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, আধার কার্ড এবং একটি এয়ারটেল এয়ারফাইবার ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রশাসন জানিয়েছে, এই গ্রেফতারের মাধ্যমে অঞ্চলে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত এখনো চলমান।

সর্দার প্যাটেল আমাদের জাতীয়

● প্রথম পাতার পর

তাৎপর্যের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। তিনি জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতার ক্ষেত্রে সর্দার প্যাটেলের অনন্য অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "সর্দার প্যাটেল জী আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী মোদী জী আজ তাঁর আদর্শকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরলেন, যা আমাদের সকলকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।"

এদিন প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে আহ্বান জানানসবাই মিলে দেশের প্রতি নিজেদের অনুভূতি ও ভাবনা সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নিতে ঋখদ্রত্মত্রগ্গঔঙ্খদ্ব১৫০ হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে।

স্বদেশী জিনিস ব্যবহারে শপথ

● প্রথম পাতার পর

মেয়র দীপক মজুমদার এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা।

রক্তদান শিবিরে আলোচনা করতে গিয় জুয়েল এন্টারপ্রাইজ বাণিজ্যিক সংস্থার এই ধরনের মহৎ অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। রক্তদান অনুষ্ঠান শেষে এক সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী সুশান্ত বলেন অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করে কেউ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। আগের ভারতবর্ষ নেই। বর্তমান মোদিজীর ভারতবর্ষ এগিয়ে যাচ্ছে। তাই অগণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা নিয়ে যারা চলছেন তাদের সেই সমস্ত ধ্যান-ধারণা পাল্টে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় সামিল হওয়ার পরামর্শ দেন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইন

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের এই সাক্ষাৎকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সাক্ষাৎ রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকে একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

উৎসব, পরিবেশ,

● প্রথম পাতার পর

ও সিআরপিএফ যে দেশীয় কুকুরদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং তাদের নামের মধ্যেও ভারতীয়তা বজায় রাখছে, তা তিনি প্রশংসা করেন।

তিনি আরও জানান, ৩১ অক্টোবর ভারতের 'লোহপুরুষ' সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'রান ফর ইউনিটি'-তে অংশগ্রহণ করে জাতীয় ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। মোদি তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় কফির প্রসঙ্গ তোলেন। বিশেষভাবে ওডিশার কোরাপুট অঞ্চলের কফির প্রশংসা করে বলেন, "আজ ভারতীয় কফি বিশ্ববাজারে নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তুলছে।" তিনি আরও বলেন, এ বছর ভারতের জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০তম বর্ষ পালিত হচ্ছে। মোদি বলেন, "বন্দে মাতরম্ আমাদের মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্যবোধ ও দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তোলে।" তিনি নাগরিকদের অনুরোধ করেন, এই ঐতিহাসিক উপলক্ষকে স্মরণীয় করে তুলতে সবাই যেন তাদের পরামর্শ পাঠান। প্রধানমন্ত্রী ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সংস্কৃতের প্রসঙ্গে বলেন, "ভাষা কোনো সভ্যতার মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের বাহক। আজকের তরুণ প্রজন্ম সংস্কৃত ভাষাকে পুনর্জীবিত করছে, যা অত্যন্ত আনন্দের।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের আদিবাসী বীর কোমরাম ভীম ও ভগবান বিরসা মুন্ডার জীবন ও আদর্শ তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। তাদের সংগ্রাম থেকে শিখে আমাদের সমাজ আরও শক্তিশালী হতে পারে।"

'মন কি বাত'-এর শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান, "আপনার চারপাশে এমন বহু অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তি ও উদ্যোগ রয়েছে তাদের গল্প আমাদের সঙ্গে শেয়ার করুন, যাতে সমগ্র দেশ তাদের থেকে প্রেরণা নিতে পারে।" তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, আগামী মাসে নতুন বিষয় নিয়ে আবারও 'মন কি বাত'-এর পরবর্তী পর্বে দেশের মানুষের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করবেন।

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি ও

● প্রথম পাতার পর

বেসরকারিকরণের পথে ঠেলে দিচ্ছে। সরকারি অর্থে নির্মিত 'সূর্যঘর' প্রকল্পের ৯৭ শতাংশ শেয়ার কেন কর্পোরেট বন্ধুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার জবাব সরকারকে দিতে হবে।"

দলীয় বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী "অতি উৎসাহে অসত্য প্রচারে মত্ত" হয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। স্মার্ট মিটার প্রকল্পের নামে রাজ্যে হাজার কোটি টাকার অপচয় করা হচ্ছে, অথচ এর প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিচ্ছে না সরকার।

প্রদেশ কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে, গত ৬ সেপ্টেম্বর জনস্বার্থে জমা দেওয়া দাবিগুলির মধ্যে স্মার্ট মিটার প্রকল্প প্রত্যাহার ও বেআইনি চার্জ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির কোনও প্রতিফলন এখনও দেখা যায়নি।

বিবৃতিতে কংগ্রেস দল কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে "যদি রাজ্য সরকার স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিল না করে এবং মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার না করে, তবে আমরা দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নামব। বিদ্যুতের মতো মৌলিক অধিকারকে মহার্ঘ করে তোলার প্রচেষ্টা কিছুতেই গণপ্রতিরোধ ছাড়া তোলা হবে না। এর সম্পূর্ণ দায় সরকারকেই নিতে হবে।" প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বন্ধ করে সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখে।

অস্থিরতা সৃষ্টি করে কেউ

● প্রথম পাতার পর

জীবনে স্বদেশী জিনিসপত্র ব্যবহার করার শপথ গ্রহন করেছেন। তিনি আরো বলেন, এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি আমাদের সকলের কাছে শুধু একটি শ্রবণসভা নয়, বরং দেশগঠনের পথে নতুন অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা লাভের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে দেশসেবার চেতনা, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং আত্মনির্ভর ভারতের আহ্বান আমাদের প্রত্যেকের মনে নতুন উদ্যম জাগিয়ে তোলে।

সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো তথ্য

● প্রথম পাতার পর

সংবাদমাধ্যম এবং কয়েকজন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করেছেন, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা ছড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, ২৩ অক্টোবর বনধের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে রঞ্জিত দেববর্মাকে নিয়ে নানা গুজব ছড়াতে শুরু করে। কিছু পোস্টে তাঁকে বাংলাদেশি নাগরিক বলে দাবি করা হয়, যা নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

রঞ্জিত দেববর্মা এই সমস্ত দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। এদিকে, এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপির একাধিক নেতা ভুয়ো প্রচার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন।

ঘর থেকে স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

আইপিএস নমিত পাঠক সহ আমতলীর এসডিপিও পারমিতা পান্ডে ও আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাস সহ থানার অন্যান্য পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আদরী সরকারের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাঁপানিয়া হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দেয়।পাশাপাশি সেন্টু সরকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।জানাগেছে আমতলী থানার পুলিশ এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। এই হত্যাকান্ডে গোটা ঝরঝরিয়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

অটো-ইকো সংঘর্ষে

● প্রথম পাতার পর

দ্রুতগতিতে ছিল। হঠাৎই পেছন দিক থেকে এসে অটো গাড়িতে ধাক্কা দেয় ইকো গাড়িটি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে দুমড়ে মুছরে যায়। অটোতে থাকা তিনজনই গুরুতর আহত হয়েছেন। এদিকে ইকো গাড়ির চালক অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসো অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তড়িঘড়ি স্থানীয়দের সাহায্যে আহতদের উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাদের। মূলত দ্রুতগতির কারণেই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিমত স্থানীয়দের।

হামলার নিন্দা আমরা বাঙালির

● প্রথম পাতার পর

চালায়। এটি রাজ্যের জন্য অশনি সংকেত।"

তিনি আরও বলেন, "গোমতী জেলার ডি.এম.-এর সঙ্গে দেখা না করার অভিযোগে খোদ ডি.এম. অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর শান্তিরবাজারে পিকেটারদের ধাওয়ায় সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হলে তাদের রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশও আক্রমণের শিকার হয়েছে।"

এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহলসহ সাধারণ মানুষের তরফ থেকে অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। দুলাল ঘোষ জানান, "ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে রিয়াজ দেব্বর্মা নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর জনজাতি সম্প্রদায়ের কিছু লোকজন তাকে ছাড়িয়ে নিতে পুলিশ আধিকারিকের গাড়ির উপর হামলা চালায়।"

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে আরও বলেন, "এর আগেও একাধিকবার থানায় অভিযুক্তদের ধরলে সংগঠিতভাবে থানা আক্রমণ করে অপরাধীদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে থানার উপর মানুষের আস্থা তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী ক্ষমতাসীন দল, যারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অপরাধীদের রক্ষা করছে।"

শেষে আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে, সরকার যেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষভাবে ব্যবস্থা নেয়।

বাংলাদেশ সফরে

● প্রথম পাতার পর

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, বিশেষত নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে, বিদেশ নীতিতে নতুন ভারসাম্য খুঁজছে। এই অবস্থায় ইসলামাবাদের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক উষ্ণ হওয়া ভারতের জন্য একটি কৌশলগত সতর্কবার্তা।

ভারতের এক জ্যেষ্ঠ কূটনীতিকের ভাষ্য, "বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা, সন্ত্রাসবিরোধী অঙ্গীকার ও আঞ্চলিক শান্তি রক্ষায় ভারতের গভীর আগ্রহ রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি পেলে দিল্লির দৃষ্টি সেদিকেই থাকবে।"

পাকিস্তানের নতুন কূটনৈতিক তৎপরতা: দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের প্রভাব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইসলামাবাদ যে নতুন করে সক্রিয় হয়েছে, তা স্পষ্ট। গত কয়েক মাসে পাকিস্তানের একাধিক মন্ত্রী ঢাকা সফর করেছেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন সর্বোচ্চ সামরিক আধিকারিকদের একজন। পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি পাকিস্তানের এক ধরনের কূটনৈতিক 'টেস্ট কেস', যেখানে তারা দেখতে চাইছে নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব।

দিল্লির বার্তা স্পষ্ট: ভারত সরকার এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও বিদেশ মন্ত্রকের সূত্রের বক্তব্য, "বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীর, ঐতিহাসিক এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। আমরা আশা করি ঢাকা তার দীর্ঘমেয়াদি আঞ্চলিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এগোবে।"

দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক অঙ্গনে এখন প্রশ্ন একটাই শেখ হাসিনার পতনের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশ কোন দিকে ঝুঁকবে? পাকিস্তানের এই সফর কি শুধু সৌজন্য সাক্ষাৎ, নাকি আড়ালে নতুন ভূরাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা সেটাই এখন সময়ই বলবে।

ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত ওপেন রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ার্কশপ ২০২৫

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর: আজ রেসলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে আগরতলার এনএসআরসিসি ইন্ডোর হলে অনুষ্ঠিত হয় ওপেন রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যান্ড ওয়ার্কশপ ২০২৫। রাজ্যের ক্রীড়া অঙ্গনে নতুন প্রজন্মের কুস্তিগিরদের উৎসাহিত করতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও স্পোর্টস সেল-এর প্রভারি কমল দে, ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক লিটন রায়, রেসলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার সভাপতি নবেন্দু ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক সুমন পোদ্দার সহ অন্যান্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নবেন্দু ভট্টাচার্য্য বলেন, “আগে একসময় ভালো ঘরের ছেলেরা শুধু পড়াশোনাতেই মন দিত। কিন্তু বর্তমান যুগে সব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়। আজকের প্রজন্ম সেই বিষয়টি উপলব্ধি করছে।” তিনি আশা প্রকাশ করেন, “আগামী দিনে ত্রিপুরার মাটিতেও রেসলিংয়ে একাধিক গোল্ড মেডেলিস্ট উঠে আসবে।”

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী তরুণ খেলোয়াড়দের হাতে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। দিনভর ওয়ার্কশপে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কুস্তিগিররা অংশ নেন।

শিশু সহ অনুপ্রবেশকারী ৬ বাংলাদেশী আটক

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর: গোপন খবরের ভিত্তিতে আমবাসা রেল স্টেশন থেকে এক শিশু সহ ৬ বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশ করেছে বলে জানা গেছে।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছে, অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশ করেছে তারা। এইকাজে টাকার বিনিময়ে এক ব্যক্তি তাদের সাহায্য করেছে। মূলত কাজের সন্ধানেই তারা এই রাজ্যে এসেছে বলে জানিয়েছে তারা। তাদের দাবি, তাদের বলা হয়েছিল জলপাইগুড়ি কাজের জন্য যেতে। সেই জন্যেই রেল পথে তারা জলপাইগুড়ি যাচ্ছিল। তবে কে তাদেরকে এখানে এনেছে সে ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না বলে দাবি তাদের। অনুপ্রবেশকারীদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

সাব্রুম ভেটেনারি হাসপাতালের পুরনো ভবনে সংস্কারের কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৬ অক্টোবর: বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে সাব্রুম ভেটেনারি হাসপাতালের রিনোভেশন কাজের সাইট থেকে টিএসইসিএল -এর কর্মীরা হুক লাইনের তার সহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি টাইলস কাটার মেশিন এবং দুটি ড্রিল মেশিন।

সূত্রের খবর, ভেটেনারি হাসপাতালের পুরনো ভবনে সংস্কারের কাজ চলছিল। সেখানে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা কোনো প্রকার অনুমতি ছাড়াই হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে কাজ চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। টিএসইসিএলের বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে বিদ্যুৎ চুরির প্রমাণ পেয়ে সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ক্রীড়াঙ্গন

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে জয়ের হ্যাটট্রিক ব্লাডমাউথের : আরসিসি, প্রগতিও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের ষষ্ঠ দিনে আজও তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। অপরদিকে প্রগতি প্লে সেন্টার যেমন জয়ে ফিরেছে, তেমনি এনএসআরসিসি এগোচ্ছে টানা জয়ের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম নোয়াবাদী স্কুল মাঠের খেলায় ব্লাড মাউথ ক্লাব ৬ উইকেট এর ব্যবধানে এগিয়ে চলো সংঘ কে পরাজিত করে টানা তৃতীয় জয়ের সুবাদে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিতে পেরেছে। বিজয়ী দলের অরিজিৎ অধিকারী ১০ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত অপর খেলায় এনএসআরসিসি ৯৪ রানের ব্যবধানে জুয়েলস কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে। বিজয়ী দলের রোনক দাস ব্যাটিংয়ে অর্ধশতক এবং বোলিংয়ে পাঁচ রানে চারটি উইকেট দখল করে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের অপর খেলায় প্রগতি প্লে সেন্টার ৫ উইকেটের ব্যবধানে এ ডি নগর প্লে সেন্টারকে হারিয়ে জয়ে ফিরতে সক্ষম হয়েছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে শতদল সংঘ কে ২ উইকেটে হারানোর পর এগিয়ে চলো সংঘের কাছে ১৫৬ রানে পরাজিত হয়েছিল। বিজয়ী দলের বিরাট দাস নয় রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

নাইডু ট্রফি : ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বড় স্কোরের দোরগোড়ায় পন্ডিচেরি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তিনশ রানের দোরগোড়ায় পন্ডিচেরি। প্রতিপক্ষ ত্রিপুরা। খেলা নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। বিসিসিআই আয়োজিত কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি এলিট গ্রুপের খেলায় পন্ডিচেরি টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। দিনভর ব্যাট চালিয়ে ৯০ ওভার খেলে নয় উইকেটে ২৭০ রান সংগ্রহ করেছে। যশনাথ শ্রীরাম-এর দুর্দান্ত সেঞ্চুরি দলের স্কোর সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ওপেনার তথা অধিনায়ক নয়ন কঙ্গায়নের ৩২ রান, আকাশ পুগাযাস্থির ২৮ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। শ্রীরাম ১৬৮ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১২৮ রান সংগ্রহ করে। ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক সন্দীপ সরকার ৬৭ রানে এবং দীপেন বিশ্বাস ৬১ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছেন। অমিত আলী খেয়েছেন দুটি উইকেট। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শুরুতে সফরকারি পন্ডিচেরি ৩০০ এর কাছাকাছি পৌঁছে ইনিংস শেষ করলে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা কেমন জবাব দেয়, তাই এখন দেখার বিষয়।

‘ব্যর্থ হলেই বসিয়ে দেব’, টানা ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ গম্ভীর, সিডনি ম্যাচের আগে হর্ষিতকে হুঁশিয়ারি, ফাঁস করলেন ছোটবেলার কোচ

ভারতীয় দলে হর্ষিত রানার নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে দিল্লির জোরে বোলারের পারফরম্যান্স সেই প্রশ্নকে যুক্তিসঙ্গত করে তুলেছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশের কাছে। অনেকে বলেন, কোচ গৌতম গম্ভীরের পছন্দের ক্রিকেটার হওয়ায় দেশের তিন ধরনের ক্রিকেট খেলার সুযোগ পেয়ে চলেছেন হর্ষিত। সমালোচনা, কটাক্ষ অজানা নয় ভারতীয় দলের কোচের। হর্ষিতকে ফর্মে ফেরাতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে এক রকম হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গম্ভীর।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দু’টি ম্যাচে হতাশ করেছিলেন হর্ষিত। শনিবার সিডনিতে তৃতীয় ম্যাচে অর্শদীপ সিংহকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। অথচ হর্ষিতকে খেলানোয় অ্যাডিলেডের পর শুরু হওয়া সমালোচনা আরও তীব্র হয়েছিল। হর্ষিতের দক্ষতার পাশাপাশি গম্ভীরের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মাঠে নেমেই সব কিছুর জবাব দিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটার। সিডনিতে ৩৯ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। প্রথম দু’ম্যাচে ব্যর্থ হর্ষিতের পারফরম্যান্স প্রশংসিত হয়েছে। মাত্র দু’দিনে কী ভাবে এত পরিবর্তন?

হর্ষিতের টানা ব্যর্থতায় বিরক্ত হয়ে পড়েন গম্ভীরও। সব মিলিয়ে সিডনি ম্যাচের আগে বেশ চাপে ছিলেন হর্ষিত।

সমস্যা সমাধানে ফোন করেছিলেন ছোটবেলার কোচ শারভানকে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনিই জানিয়েছেন ছাত্রের সাফল্যের নেপথ্য কারণ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচের আগে গম্ভীর পরিষ্কার বার্তা দিয়েছিলেন হর্ষিতকে। শারভান জানিয়েছেন, “ম্যাচের আগের দিন হর্ষিতকে ডেকে গম্ভীর বলেছিলেন, ‘পারফর্ম করো, না হলে বাইরে বসিয়ে রাখব।’ হর্ষিত আমাকে ফোন করেছিল। জানতে চেয়েছিল, কী করে সমালোচনা বন্ধ করবে। ওকে বলেছিলাম, নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে। অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই বলেন, হর্ষিত সুযোগ পাচ্ছে গম্ভীরের প্রিয় বলে। কিন্তু হর্ষিত কতটা প্রতিভাবান বোলার, সেটা গম্ভীর জানেন। সে জন্যই ভারতীয় দলের কোচ ওর পাশে থাকার চেষ্টা করেন। শুধু হর্ষিতের নয়, গম্ভীর এমন ক্রিকেটারেরই পাশে থাকেন।

তারা সকলে নিজেদের দলের হয়ে ভাল পারফর্ম করছে। সিডনির ম্যাচের আগে গম্ভীর যথেষ্ট কড়া কথা শুনিয়েছেন হর্ষিতকে। সকলের জন্য একই বার্তা দেন গম্ভীর। পারফরম্যান্সই শেষ কথা তাঁর কাছে।” শারভান আরও বলেছেন, “হর্ষিতের বয়স এখন ২৩। ওকে আর একটু সময় দেওয়া উচিত।”

প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা যে ভাবে হর্ষিতের সমালোচনা করছেন, তার বিরোধী শারভান। তাঁর মতে, এই ধরনের সমালোচনা তরুণ ক্রিকেটারদের উপর চাপ তৈরি করে। হর্ষিতের ছোটবেলার কোচ বলেছেন, “কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত প্রথম সরব হয়েছিলেন হর্ষিতকে নিয়ে। প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা অনেকেই রোজগারের জন্য ইউটিউব চ্যানেল খোলেন। তাঁদের অনুরোধ করব, যে বাচ্চাগুলো সবে খেলতে শুরু করেছে, দয়া করা তাদের নিয়ে কাটাছেঁড়া করবেন না। ওদের সঠিক পরামর্শ দিন। সেটাই ওদের দরকার। ইউটিউব চ্যানেলে যা খুশি বলে দেবেন না।” শারভানের দাবি, হর্ষিত আগামী দিনে ভারতকে আরও ম্যাচ জেতাবেন। সিডনির মতো আরও পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে। ক্রিকেটপ্রেমীরা হতাশ হবেন না বলেই বিশ্বাস তাঁর।

চোট পেয়ে অন্তত তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে শ্রেয়স, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল সেটাই হল। শনিবারের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে একটি ক্যাচ নিতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আয়ার। সেই চোট অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য ক্রিকেট থেকে ছিটকে দিল তাঁকে। তার বেশি সময়ও মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তিনি খেলতে পারবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজেই তাঁকে এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ক পদে উন্নীত করা হয়েছে। সেই সিরিজের শেষ ম্যাচে চোট পেলেন তিনি। বোর্ডের এক কর্তা ‘পিটিআই’-কে বলেছেন, “ম্যাচের সময়েই শ্রেয়সকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ওর পাঁজরে একটা বড় ঝাঁকুনি লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্তত তিন সপ্তাহ ওকে মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে।”

ওই কর্তা আরও বলেন, “চোট সারানোর পর আগে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে যেতে হবে। সেরে উঠতে আরও সময় লাগবে কি না তা বোঝা যাবে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেখার পরেই। যদি হাড়ে চিড় ধরে থাকে তা হলে সারতে আরও সময় লাগতে পারে।”

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কি তিনি খেলতে পারবেন? ওই কর্তা বলেন, “এখনই তা বলা যাচ্ছে না। যদি সারতে তিন সপ্তাহ লাগে তা হলে ৩০ নভেম্বর প্রথম ম্যাচের ঠিক আগে ও সেরে উঠতে পারে।” শ্রেয়স এই মুহূর্তে টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি দলে নেই। খেলেন শুধু এক দিনের ক্রিকেটেই। সম্প্রতি লাল বলের ক্রিকেট থেকে ছ’মাসের বিরতি নিয়েছেন। এই চোট তাঁকে আরও সমস্যায় ফেলে দিল।

তখন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ৩৪তম ওভার চলছিল। শর্ট থার্ড ম্যানে ফিল্ডিং করছিলেন শ্রেয়স। হর্ষিত রানার একটি বল আলেক্স ক্যারের ব্যাটের কানায় লেগে উঠে যায়। শ্রেয়স দৌড়তে থাকেন ক্যাচ ধরবেন বলে। পিছনে ছুটতে ছুটতে তিনি ক্যাচটি ধরেও ফেলেন। তবে টাল সামলাতে না পেরে খারাপ ভাবে মাটিতে পড়েন। তাঁর কোমর মাটিতে আছড়ে পড়ে।

ব্যথা যে লেগেছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল শ্রেয়সের মুখ দেখেই। উৎসব করা তো দূর, উঠতেই পারছিলেন না তিনি। সতীর্থেরা ঘিরে ধরেন তাঁকে। ছুটে আসেন চিকিৎসক কমলেশ জৈনও। কোনও মতে চিকিৎসক এবং সাপোর্ট স্টাফদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান শ্রেয়স। ধীরে ধীরে মাঠ ছাড়েন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে স্ক্যান করা হয়েছে বলেই খবর পাওয়া গিয়েছিল।

বোর্ড জানিয়েছিল, শ্রেয়সের পাঁজরের বাঁ দিকে চোট লেগেছে। হাসপাতালে বাকি পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছিল। বাকি সময়ে আর ফিল্ডিং করতে নামেননি তিনি। পরিবর্ত হিসাবে যশস্বী জয়সওয়াল ফিল্ডিং করেন। শ্রেয়স ব্যাট করতে নামার আগেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায়। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ভারতকে জিতিয়ে দেন।

কেরলে স্থগিত আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচ, কলকাতাতেই প্রথমে আসবেন মেসি

জল্পনা ছিলই। তাতেই সিলমোহর পড়ল। কেরলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে প্রীতি ম্যাচ লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার খেলার কথা ছিল, সেটা স্থগিত হয়ে গেল। শনিবার কেরলের ওই ম্যাচের আয়োজকরা সরকারিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ফিফার নভেম্বর উইনডোতে ওই ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও প্রয়োজনীয় অনুমতি মেলেনি। ফলে ম্যাচটি এখন আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না। যার অর্থ কেরলের আগে মেসি আসবেন কলকাতায়। আগামী ১০ থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে ফিফা আন্তর্জাতিক উইনডোতে কেরলে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল মেসির আর্জেন্টিনার। লিওনেল মেসি তো বটেই, তাঁর নেতৃত্বে ওই ম্যাচে আর্জেন্টিনা দলে খেলার কথা ছিল রদ্রিগো দে পল, নিকোলাস ওটামেন্ডি, জুলিয়ান আলভারেজদের। মেসির আগমনকে কেন্দ্র করে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামকে ঢালাও সাজানো হয়েছে। ৭০ কোটি টাকা খরচ করে বসানো হয়েছিল নতুন ফ্লাডলাইট। ঝাঁ-চকচকে আসনও বসানো হয়েছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাঁট করা হয়েছিল। এমনকী দোকানপাটও এক মাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু যা খবর তাতে নভেম্বরে মেসি আসছেন না। ম্যাচের আয়োজকরা জানিয়ে দিলেন, নভেম্বরের ফিফা ইউনডো-তে ওই প্রীতি ম্যাচ আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না। সব প্রস্তুতি সারা হয়ে গেলেও ফিফার থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি মেলেনি ফলে ওই ম্যাচের আয়োজন করা যাচ্ছে না। তবে আয়োজকরা মেসির সফর পুরোপুরি বাতিল করে দিতে নারাজ। তাঁদের দাবি, ফিফার পরের কোনও উইনডো-তে ওই প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হবে। তবে সেটার দিনক্ষণ কিছুই এখনও জানানো হয়নি।

কেরলে মেসি আপাতত আসছেন না। যার অর্থ, কেরলের আগেই সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার পা রাখবেন কলকাতায়। আগামী ১২ ডিসেম্বর কলকাতায় পা রাখার কথা তাঁর। ১৩ ডিসেম্বর, কলকাতার যুবভারতীতে গোট কনসার্ট আয়োজিত হবে। ওই দিন একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।

অনূর্ধ ১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও হিমাচলে বিধ্বস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটাররাও পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু করেছে লীগ অভিযান। বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ টি ২০ ট্রফি এলিট গ্রুপে ত্রিপুরা দল নয় উইকেটের বিশাল ব্যবধানে শোচনীয় ভাবেই পরাজিত হয়েছে প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশের কাছে। নাগপুরে সিভিল লাইনসে বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৭১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে এঞ্জেল পাল সর্বাধিক ২৯ রান পায়। উইকেট রক্ষক অস্মিতা দেবনাথ পেয়েছে ১৯ রান। হিমাচল প্রদেশের পল্লবী ঠাকুর একাই তিনটি উইকেট তুলে নিয়েছে ছয় রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হিমাচল প্রদেশ এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার আহানা শর্মা ৪৪ রানে এবং অধিনায়ক ধন্য লক্ষ্মী ২১ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। এলিট গ্রুপ ই তে প্রথম দিনের অন্যান্য খেলায় কর্ণাটক ৬২ রানের ব্যবধানে মুম্বাইকে এবং বেঙ্গল ২২ রানের ব্যবধানে আসামকে পরাজিত করেছে।

রঞ্জি ট্রফি : ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে হরিয়ানায় শোচনীয় হার ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রঞ্জি ট্রফিতে শোচনীয় পরাজয় ত্রিপুরা দলের। চার দিনের ম্যাচ সোয়া দিনেই শেষ। ৯ উইকেট এর বিশাল ব্যবধানে হরিয়ানার কাছে গো হারা হেরে ত্রিপুরা দলের অবস্থান একেবারে তলানিতে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ১২৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করার মধ্য দিয়ে যে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, তার মধ্যে ঘৃতাহুতি পরলো আজ দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৪৭ রানে শেষ করার মধ্য দিয়ে। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরার সংগৃহীত ১২৬ রানের জবাবে হরিয়ানা প্রথম ইনিংসে ৪৩.১ ওভার খেলে ১৫৮ রান সংগ্রহ করে। ৩২ রানে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরা দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলে চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতার শিকার হয়। হরিয়ানার পার্থ ভাটস ১৪ রানে পাঁচটি এবং নিখিল কাশ্যক ২৯ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিতেই ত্রিপুরা দলের ব্যাটিং তলানিতে ঠেকে। পরবর্তী সময়ে হরিয়ানা ৪.৩ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ৯ উইকেট এর বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে হরিয়ানা পুরো ছয় পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিয়েছে। হরিয়ানার দুর্দান্ত বোলার পার্থ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রাজনৈতিক অস্থিরতা, বেসুরো আফগানিস্তান, ত্রিদেশীয় সিরিজে অন্য দেশের কথা ভাবছে পাকিস্তান, ঝামেলা হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে

আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। কাবুল এবং পকতিকায় পাক সেনার হামলা এবং তার পাল্টা হিসাবে তালিবানের হাতে পাকিস্তানের সেনাদের হত্যা নিয়ে উত্তাল দুই দেশই। এই অবস্থায় পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে আসা অনিশ্চিত আফগানিস্তানের। তাই বিকল্প ভাবনা তৈরি রাখতে চাইছে পাকিস্তান বোর্ড।

জানা গিয়েছে, বোর্ড প্রধান মহসিন নকভির প্রয়াসে অন্য কোনও দেশকে আমন্ত্রণ জানানোর ভাবনা চলছে।

জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতায় অঘটন ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির অন্তরীপের

ক্রীড়া প্রতিনিধি , আগরতলা।। অঘটন ঘটালো দাবাড়ু অন্তরীপ আচার্য্য। মেট্রিক চেস একাডেমির ওই দাবাড়ুটি হারিয়ে দিল পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস কে। রাজ্য দাবার সংস্থা আয়োজিত জুনিয়র রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। রবিবার আসরের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা হয়। আসরের চতুর্থ রাউন্ডে সকলের নজর ছিল প্রথম বোর্ডে। দুরন্ত খেলে অন্তরীপ পরাজিত করে আরাধ্যাকে। ৬ রাউন্ড শেষে পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে আপাতত শীর্ষে রয়েছেন তিনজন দাবাড়ু। ওই তিনজন হলেন মেহেদীপ গোপ, স্বস্তিক মজুমদার এবং শাক্য সিনহা মোদক। সাড়ে চার পয়েন্ট পেয়ে ওই তিনজনের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন আর্দস কর্মকার, প্রাঞ্জল দেবনাথ, অঙ্কিতা সরকার এবং আরাধ্যা দাস। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে এনএসআরসিসি দাবা হল ঘরে তিন দিনব্যাপী আসরের সমাপ্তি হবে সোমবার। শেষ দিনে আরও তিন রাউন্ডের খেলা হবে। ফলে কোন দাবাড়ু রাজ্য সেরার সম্মান পাবে তা এখনো বলা মুশকিল। খেলা পরিচালনা করছেন পান্না আহমেদ।

ফের আল নাসের জার্সিতে ম্যাজিক ৯৫০ ছুঁলেন রোনাল্ডো, কোন ক্লাবের হয়ে কত গোল সিআর সেভেনের?

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। গুচ্ছ গুচ্ছ রেকর্ড তাঁর নামের পাশে। বয়স ৪০ বছর। যে বয়সে অন্য ফুটবলাররা বুটজোড়া তুলে রেখে দিব্যি অবসরযাপন করেন, সেই বয়সেও তিনি ছুটছেন। অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো। ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেলেন ৯৫০ গোলে। শনিবার রাতে আল নাসেরের হয়ে গোল করে কেরিয়ারের ৯৫০ তম গোলটি করে ফেললেন সিআর সেভেন। শনিবার সৌদি লিগে আল হাজিমের বিরুদ্ধে ৮৮ মিনিটে অনবদ্য গোল করেন রোনাল্ডো। ডান প্রান্ত থেকে সতীর্থর বাড়ানো বলে অনবদ্য ফ্লিকে জাল জড়িয়ে দেন তিনি। চলতি মরশুমে সৌদি প্রো লিগে এটি রোনাল্ডোর ষষ্ঠ গোল। সব মিলিয়ে এ বছরের সপ্তম গোল আল নাসেরের জার্সিতে। সৌদির ক্লাবটিতে এ পর্যন্ত ১০৬ গোল করেছেন রোনাল্ডো। সব মিলিয়ে কেরিয়ারে তিনি ৯৫০টি গোলের মালিক হয়ে গেলেন। দ্রুত এগোচ্ছেন হাজারের লক্ষ্যমাত্রার দিকে।

২০২২-এ ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে সৌদির ক্লাবে সই করেন সিআর ৭। রেড ডেভিলসের জার্সিতে দ্বিতীয় দফায় করেন ২৪টি গোল। সব মিলিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ৩৪৬ ম্যাচে তাঁর গোল সংখ্যা ১৪৫। এর আগে ২০১৮ সালে ইটালির ক্লাব জুভেন্টাসে সই করেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ওল্ড লেডিজের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি না জিততে পারলেও দু’বার সিরি আ জিতেছেন। পেয়েছেন সুপার কাপও। ইটালিতে ১৩৪ ম্যাচে তাঁর গোল সংখ্যা ১০১। ক্লাব কেরিয়ারের সেরা সময়টা কাটিয়েছেন স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদে। পাঁচটি ব্যালন ডি’ওর মধ্যে তিনটি জিতেছেন লস ব্ল্যাঙ্কোসের হয়েই। ২০০৯ সালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে স্পেনের রাজধানীতে আসেন। মাদ্রিদের হয়ে ৪৩৮ ম্যাচে রোনাল্ডোর মোট গোল ৪৫০।

রোনাল্ডোর যাত্রাপথ শুরু হয় পর্তুগালের স্পোর্টিং লিসবনে। এই ক্লাবের হয়ে তিনি করেছিলেন ৫টি গোল। এছাড়া পর্তুগালের জার্সিতে তাঁর গোল ১৪৩। সব মিলিয়ে কেরিয়ারে সিআর৭-র গোল ৯৫০। ১০০০ গোল থেকে আর মাত্র কিছুটা দূরে।

মহিলা বিশ্বকাপ খেলতে আসা অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানি, কী বলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড?

ইনদওর: মহিলাদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে এসে বিপত্তি। মধ্যপ্রদেশের ইনদওরে অস্ট্রেলীয় মহিলা ক্রিকেটারদের সঙ্গে অভব্যতা ও শ্লীলতাহানির ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। ঘটনা হচ্ছে, বৃহস্পতিবার সকালে দুই অস্ট্রেলীয় মহিলা ক্রিকেটার হোটেল থেকে ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে প্রথমে মোটরসাইকেলে আসা এক ব্যক্তি তাঁদের অনুসরণ করে এবং তারপর তাঁদেরকে ভুলভাবে স্পর্শও করে। পুলিশ এই ঘটনায় আকিল নামক এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া এটিকে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা বলেছেন। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া তাঁর আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলেছেন, ’এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ভারত সবসময় উষ্ণতা, আতিথেয়তা এবং সকল অতিথিদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের জন্য পরিচিত। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করি। অভিযুক্তকে ধরার জন্য মধ্যপ্রদেশ পুলিশের করা পদক্ষেপের আমরা প্রশংসা করি।’

দেবজিৎ সাইকিয়া আরও বলেন, ’সবার জন্য সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আইন তার কাজ করবে। আমরা আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করব, প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হবে, যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে।’

এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানায়, ’বোর্ড নিশ্চিত করছে যে মোটরসাইকেলে আসা এক ব্যক্তি অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট দলের ২ জন মহিলা ক্রিকেটারের অনুসরণ করে এবং তাঁদের হেনস্থা করে। এই ঘটনা ইনদওরে ঘটেছিল যখন মহিলা ক্রিকেটাররা ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন। দলের নিরাপত্তা বিভাগ ঘটনার বিষয়ে পুলিশকে জানিয়েছে।’

শনিবার অস্ট্রেলীয় দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালের আগে বড় জয় পেয়েছে। এবার অস্ট্রেলিয়ার সেমিফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারতের। হরমনপ্রীত কৌরদের সঙ্গে ৩০ অক্টোবর, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এই সেমিফাইনাল ম্যাচটি নবি মুম্বইয়ে খেলা হবে।

বিশ্বকাপে একটি ম্যাচও জিততে না পেরে আইসিসিকে দুষলেন পাক অধিনায়ক! ফতিমার অভিযোগ কী?

মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপে একটি ম্যাচও না জিতে বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান। শুক্রবার শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন পাক অধিনায়ক ফতিমা সানা। তাঁর অভিযোগ, আইসিসির দুর্বল পরিকল্পনায় জলে যায় তাঁদের চার বছরের পরিশ্রম।

এ বার মহিলাদের বিশ্বকাপের বেশ কয়েকটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। কলম্বোর পাঁচটি ম্যাচ আয়োজন সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার তিনটি করে ম্যাচ। শুক্রবার এই দু’দলের খেলা হয় মাত্র ৪.২ ওভার। বিশ্বকাপের এতগুলি ম্যাচ বৃষ্টির জন্য খেলতে না পারায় বিরক্ত ফতিমা। শুক্রবার খেলা বাতিল হওয়ার পর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আইসিসির বিরুদ্ধে।

ফতিমা বলেছেন, “আমার শুধু একটাই কথা মনে হচ্ছে। এ বার আবহাওয়া আমাদের পক্ষে ছিল না। আমার মনে হয়, আইসিসির উচিত বিশ্বকাপের জন্য অন্তত তিনটি ভাল মাঠের ব্যবস্থা করা। একটা বিশ্বকাপ খেলার জন্য আমরা চার বছর অপেক্ষা করে থাকি।”

দলের পারফরম্যান্স নিয়েও হতাশা গোপন করেননি পাক অধিনায়ক। ফতিমা বলেছেন, “আমাদের দলের বোলিং এবং ফিল্ডিং যথেষ্ট ভাল। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছি। দুটো ম্যাচে অবশ্য আমাদের ব্যাটিংও ভাল হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমরা ভাল লড়াই করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে জিততে পারিনি।” ২২ বছরের অলরাউন্ডার আরও বলেছেন, “পাকিস্তানের সবচেয়ে কম বয়সী অধিনায়ক হিসাবে এই প্রতিযোগিতা থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। বিশ্বকাপের আগে খুব বেশি ক্রিকেট খেলার সুযোগ হয়নি আমাদের। আরও বেশি ম্যাচ খেলা দরকার। আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ রয়েছে। এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুতি শুরু করা দরকার।”

এত কম বয়সে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিলেন। চাপ ছিল? ফতিমা বলেছেন, “চাপ সব সময় থাকে। আমি কেন উইলিয়ামসনকে অনুসরণ করি। অল্পের জন্য বিশ্বকাপ হাতছাড়া হয়েছিল উইলিয়ামসনের। তাও মুখে হাসি ধরে রেখেছিলেন। আমিও মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করি। দল হারতে থাকলেও অধিনায়কের উচিত সতীর্থদের উপর আস্থা রাখা। যাতে পরের ম্যাচগুলোয় জেতার সম্ভাবনা তৈরি করা যায়।”

ফতিমার আশা, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁরা প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারবেন। বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন নিয়ে আইসিসির আরও সতর্ক হওয়া উচিত, শেষে আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন ফতিমা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

আগরতলা-বাগডোগরা রুটে সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর : আগরতলার মহারাজা বির বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দর এবার নতুন ফ্লাইট সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছে, যা আগরতলাকে বাগডোগরা ও শিলচরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করবে। এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস রবিবার সন্ধ্যা থেকে আগরতলা—বাগডোগরা রুটে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করবে। এটি উত্তরবঙ্গ ও পর্যটনকেন্দ্র দার্জিলিংয়ের সঙ্গে যাত্রীদের জন্য সহজ সংযোগ নিশ্চিত করবে। একই সঙ্গে, ইন্ডিগো অক্টোবর ২৮ থেকে আগরতলা—শিলচর রুটে ফ্লাইট পুনরায় চালু করবে, যা প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শুক্রবার পরিচালিত হবে। এই রুট প্রায় ৩০ বছর পর পুনরায় চালু হচ্ছে বলে এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নিশ্চিত করেছে।

এই নতুন সংযোগের মাধ্যমে আগরতলা এখন দেশের ১০টি প্রধান শহরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে কোলকাতা, নয়াদিল্লি, ইমফাল, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, ডিব্রুগড়, গুৱাহাটী ও চেন্নাই। এএআই-এর আগরতলা সহকারী মহাব্যবস্থাপক এস. হাওকিপ জেম্পু বলেন, "বিমান সংযোগের বিস্তার আমাদের বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক হাব হিসেবে আরও শক্তিশালী করছে।"

বর্তমানে এমবিবি বিমানবন্দর প্রতিদিন ৪,০০০—৫,০০০ যাত্রী পরিবহন করছে এবং দিনে ১৩—১৬টি ফ্লাইট পরিচালিত হয়। গ্রাহক সন্তুষ্টির দিক থেকে এটি দেশের মধ্যে দশম স্থানে রয়েছে। নতুন টার্মিনাল ৩০,০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং সর্বোচ্চ সময়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার সক্ষমতা রাখে। এটি আগরতলাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ত্রিপুরার পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আগে বলেছেন, রাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক সংযোগ সম্প্রসারণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযোগ। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেবার সূচনা বিলম্বিত হয়েছে। ঐতিহাসিক পন্নালাল রায় উল্লেখ করেন, রাজা বির বিক্রম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তিকে সহায়তা করেছিলেন এবং আগরতলায় বিমানক্ষেত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৪৩ সালে জাপানি বিমান আগরতলায় দুইবার হামলা চালিয়েছিল।

দলীয় কর্মীদের সঙ্গে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুনলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ অক্টোবর: ২৮ তেলিয়ামুড়া মণ্ডলের শ্যামাপ্রসাদ শক্তি কেন্দ্রের হাওয়াই বাড়ি এলাকার কমিউনিটি হল ঘরে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় কর্মসূচি 'মন কি বাত'। আর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কর্মী সমর্থকদের সাথে বসে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শ্রবন করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়াও ছিলেন মণ্ডল সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, এবং জনজাতি মোর্চার খোয়াই জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ রুপিনী সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন গ্রামীণ এলাকার বহু পুরুষ ও মহিলার সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছিল। আর তাদের সাথে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

প্রধানমন্ত্রী মন কি বা শেষে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বলেন "প্রধানমন্ত্রী যে আন্তরিকতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনের কথা শোনেন ও বলেন, তা আমাদের সকলের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। প্রতিটি নাগরিককে মাসে অন্তত আধা ঘণ্টা সময় বের করে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুনে দেশ ও সমাজের উন্নয়নমূলক ভাবনায় সম্পৃক্ত হওয়া উচিত।

দীর্ঘ সাত বছর পর পূর্ণাঙ্গ মাইনরিটি কমিটি গঠন করল কংগ্রেস

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর: দীর্ঘ সাত বছর পর পূর্ণাঙ্গ রূপে মাইনরিটি কমিটি গঠন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মধ্য দিয়ে নবগঠিত প্রদেশ কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

"সংবিধান বাঁচাও, দেশ বাঁচাও" স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রদেশ কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের নবনির্বাচিত সভাপতি রুহুল আলীমসহ অন্যান্য পদাধিকারীরা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এই নতুন কমিটির মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও মজবুত করার পাশাপাশি তৃণমূল স্তরে জনসংযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

রাজ্য সরকার শান্তি সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে রাজ্যকে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে চায়: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর: শারদীয় দূর্গা উৎসবকে কেন্দ্র করে বর্তমানে রাজ্যর কৃষ্টি সংস্কৃতির পাশাপাশি আর্থিক বিকাশ ঘটেছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের দিকে নজর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনালের উদ্যোগে শারদসম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফের (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শান্তি সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে রাজ্যকে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে চায়। বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে মিডিয়াগুলির নিজেদের মধ্যে একটা সুন্দর প্রতিযোগিতা থাকা দরকার। সবাইকে এ আই প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও দক্ষ হতে হবে। এ আই ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন নেগেটিভগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। প্রত্যেককেই যার যার নিজের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে নিজেদের সঠিক ভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

তিনি বলেন, রাজ্যের ক্লাব ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলি জনসেবামূলক কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক বিধি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এগিয়ে এসেছে। যা অতীতে দেখা যেতনা। তবে মিডিয়ায় খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও সচেতন হবার দরকার।

তিনি বলেন, সরকার বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। দূর্গা পূজার পাশাপাশি কার্নিভাল অনুষ্ঠান রাজা ব্যাপী উৎসবে পরিনতি হয়েছে। অতীতে আগরতলার দশমীঘাটে অব্যবস্থা ছিল। আজ দশমীঘাটে সরকারী ভাবে অত্যাধুনিক নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের নীতি আয়োগ রাজোর উন্নয়নের অগ্রগতির নিরিখে ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ঘোষণা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার সঠিক পথের মাধ্যমে রাজ্যকে পরিচালিত করে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর। সম্মানিত অতিথি হিসেবে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, সরকার উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের মধ্যদিয়ে রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায় পরিনত করতে চায়। উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে ঐক্য বদ্ধ থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে রাজ্যের কৃষি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলার পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক সঞ্জয় পাল, বিশিষ্ট আইনজীবি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ভাষণ রাখেন বন্ধন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান চন্দ্র শেখর ঘোষ, বিবেক নগর রামকৃষ্ণ মিশনের মহরাজ স্বামী শুভকামানন্দজি। স্বাগত ভাষণ রাখেন হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনালের কর্ণধার প্রনব সরকার। ধন্যবাদসূচক ভাষণ রাখেন হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনালের কলকাতা শাখার প্রধান হৃতিক মুখার্জী। শারদসম্মান অনুষ্ঠানে রাজ্য ও কলকাতা থেকে আগত শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। রাজ্য ও রাজ্যের বাইরের সহ মোট ৫২টি ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাকে শারদসম্মান প্রদান করা হয়।

বিদ্যুতের ছোবলে আহত যুবক তেলিয়ামুড়ায়

তেলিয়ামুড়া, ২৬ অক্টোবর: আজ সকালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন তৃষাবাড়ী এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের সাড়াইয়ের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতের ছোবলে গুরুতরভাবে আহত হন এক যুবক। আহত যুবকের নাম বিক্রম সিংহ দাস (৩৮)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকাল নাগাদ তৃষাবাড়ী এলাকায় বিদ্যুত লাইনের মেরামতির কাজ করছিলেন বিক্রম। কাজের সময় অসাবধানতাবশত তিনি বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে মারাত্মকভাবে দগ্ধ হন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগকে খবর দেন।

পরে দমকল কর্মীরা আহত বিক্রমকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় প্রশাসন ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

ভিজিল্যান্স দিবস উদযাপন মেলাঘর পূর্ব চণ্ডীগড়ে

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর: মেলাঘর পূর্ব চণ্ডীগড়ে আজ "ভিজিল্যান্স দিবস ২০২৫" পালিত হলো যথাযোগ্য মর্যাদায়। ত্রিপুরা দুঃসাহসীক সামাজিক অভিযান সংস্থার পরিচালনায় এবং ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীন পশ্চিম ত্রিপুরা মেরা যুবভারতের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি বছর ২৬শে অক্টোবর দিনটিকে ভিজিল্যান্স দিবস হিসেবে পালন করা হয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনের এই কর্মসূচি সারা দেশজুড়ে পালিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় মেলাঘর পূর্ব চণ্ডীগড়েও আজ এক সুশৃঙ্খল ও প্রেরণাদায়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মেলাঘর পৌর পরিষদের কাউন্সিলর গোপাল ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দুর্নীতি রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং সততার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর রেভিনিউ সার্কেলের ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট অনিশ দেবনাথ, ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীন মেলাঘর স্টেট অ্যাডভেঞ্চার ইনস্টিটিউটের ইনচার্জ উদয় নোয়াতিয়া, মেলাঘর পৌর পরিষদের কাউন্সিলর জয়ন্ত নয়: সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সহ-সভাপতি প্রসেনজিত নয়:। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত লিটন শীল। বিভিন্ন ব্লক এলাকার বহু যুবক-যুবতী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা ভিজিল্যান্স দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান জানান।

গন্ডাছড়ায় শিশু বিক্রির ঘটনায় প্রদেশ কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৬ অক্টোবর।। গন্ডাছড়ার লক্ষ্মীপুর ভিলেজে দারিদ্র্যের কারণে শিশু বিক্রির একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে, যা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসন ও সরকারে তীব্র প্রশ্নচিহ্ন সৃষ্টি করেছে। এক বিবৃতিতে এমনটাই অভিযোগ করেছে কংগ্রেস।

বিবৃতিতে লেখা হয়, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হলুদজারি গ্রামের সূর্য্য মোহন চাকমা দিনমজুরি করে সংসার চালাচ্ছিলেন। দারিদ্র্যতার কারণে তার এক সন্তান অনাহারে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে। বর্তমানে কাজের অভাবে পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও সংকুচিত। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সূর্য্য চাকমার স্ত্রী আবার একটি কন্যাসন্তান জন্ম দেন। শিশুটিকে প্রয়োজনীয় দুধ ও ওষুধ দেওয়া সম্ভব হয়নি, মা'এর বুকের দুধও শুকিয়ে গিয়েছে।

এই অবস্থায়, পাশের গ্রামের বিজেপি নেতা ও শিক্ষক চরণ সিং চাকমা গত ৭ অক্টোবর শিশুটিকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। সংসারের দৈন্যতা ও শিশুটির বাঁচার কথা ভেবেই সূর্য্য মোহন চাকমা দশ হাজার টাকার বিনিময়ে শিশুটিকে বিক্রি করতে বাধ্য হন।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযোগ করেছে, "ত্রিপল ইঞ্জিনের সরকার শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি কোনও সহমর্মিতা প্রদর্শন করছে না। রেগার কাজ বন্ধ, সরকারি প্রকল্পে দরিদ্র মানুষের অংশগ্রহণ নেই, এবং সরকার ও দলের নেতারা নিজেদের আর্থিক স্বার্থে ব্যস্ত।"কমিটি প্রশাসনের কাছে দাবি করেছে, শিশুকন্যাটিকে তার পিতা-মাতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক এবং শিশু রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। পাশাপাশি গ্রামে রেগা প্রকল্প, সরকারি কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সহায়তা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "গন্ডাছড়ার শিশু বিক্রির মতো ঘটনা আর কখনও যেন ঘটতে না পারে, সেজন্য সরকার এবং প্রশাসনকে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।"

ধর্মনগরে ভারতীয় মজদুর সংঘের নতুন নেতৃত্বের সাংবাদিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ অক্টোবর: রবিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ ধর্মনগরের নতুন মোটরস্ট্যান্ডস্থিত ভারতীয় মজদুর সংঘ (ভা.ম.স.)-এর জেলা কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক সাংবাদিক বৈঠক। রাজ্য নেতৃত্ব দেবশ্রী কলিই, তপন কুমার দে ও সুজন রায়ের তত্ত্বাবধানে গঠিত নতুন জেলা কমিটির উদ্যোগে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

রাজ্য কমিটির নির্দেশে গত সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর জেলার নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন বিশ্বজিৎ সিনহা, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বিরেশ দেবনাথ এবং সম্পাদক প্রশান্ত দে। তবে সংগঠনের পুরনো নেতৃত্বযারা দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্বে ছিলেনতারা পদত্যাগে অনীহা প্রকাশ করায় সংগঠনের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয় মতভেদ।

এই পরিস্থিতিতেই আজ নতুন কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নেতৃত্বরা।

সভাপতি বিশ্বজিৎ সিনহা সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের কিছু ব্যক্তিবিশেষ করে বিপ্লব দাস ও তাঁর ঘনিষ্ঠরাঅটোচালক ও গাড়িচালকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করে আসছিলেন। নতুন কমিটি এই দুর্নীতির অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর।

সংগঠনের সমস্ত দায়িত্ব এখন নতুন নেতৃত্বের হাতে, এবং শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষাই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।"

অনুষ্ঠানে সম্পাদক প্রশান্ত দে, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বিরেশ দেবনাথ, এবং নতুন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সংগঠনের বহু কর্মী ও সমর্থকও বৈঠকে যোগ দেন।

বৈঠকের শেষে নবনির্বাচিত নেতৃত্ব সংগঠনের ঐক্য, সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

পুলিশ সুপারের নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ, আমতলীর কনস্টেবলের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর: ত্রিপুরা পুলিশের এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সুপারের নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজি, ভয় দেখিয়ে সম্পত্তি দখল, এমনকি স্থানীয়দের হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগে এবার থানার দ্বারস্থ হয়েছেন আমতলী থানাধীন ফুলতলী মতিনগর এলাকার বাসিন্দারা। অভিযুক্ত কনস্টেবল হলেন ফুলতলী মতিনগরের বাসিন্দা আমির ভূঁইয়া, পিতা কদম আলী ভূঁইয়া, যিনি বর্তমানে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের কার্য্যালয়ে কর্মরত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে আমির ভূঁইয়া এলাকার সাধারণ মানুষদের বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে ও প্রভাব খাটিয়ে বেআইনি কাজ করছে। অভিযোগ, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের নাম ব্যবহার করে এলাকায় তোলাবাজি চালাচ্ছে সে। শুধু তাই নয়, সহজ-সরল ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের পুলিশি প্রভাব দেখিয়ে তাদের বৈধ সম্পত্তি দখল করার চেষ্টাও করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এলাকাবাসীদের দাবি, মাত্র দশ বছরের মধ্যে অভিযুক্ত কনস্টেবল প্রায় দেড় কোটি টাকার দুটি বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করেছেযার টাকার উৎস নিয়ে গভীর সন্দেহ তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি মতিনগর এলাকার এক বৃদ্ধ ব্যক্তির জমি জোর করে দখল করার অভিযোগও উঠেছে তার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওই বৃদ্ধের বাড়িতে তালা লাগিয়ে তাঁকে জায়গা থেকে উচ্ছেদ করার হুমকি দেয় আমির ভূঁইয়া।

রবিবার এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হলে সেখানে উপস্থিত মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সামনেই আমির ভূঁইয়া উত্তেজনা সৃষ্টি করে ও বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সে সভায় উপস্থিত সকলকে হুমকি দেয় রাতারাতি পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করিয়ে জেলে পাঠাবে।

এরপর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রবিবার দুপুরে আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরেও ঘটনার বিষয়ে জানানো হয়েছে। আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাস জানান, অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই অভিযুক্ত কনস্টেবলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিন থানার সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভুক্তভোগী বাসিন্দারা জানান, আমির ভূঁইয়া দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে বেআইনি উপার্জন করছে। তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেনঅভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে কোনো সরকারি কর্মচারী এমন অপকর্মের সাহস না পায়।

স্থানীয় মহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, রাজ্য পুলিশ প্রশাসন নিজের সম্মান রক্ষার্থে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

স্বল্প বাজেটে জগদ্ধাত্রী পূজায় মাতল সাউথ বিলোনিয়া প্লে সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ অক্টোবর: দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, দীপাবলি ও ভাইফোঁটার উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়েছে বাঙালির আরেক আবেগের উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজা। যদিও বিলোনিয়ায় জগদ্ধাত্রী পূজার তেমন ব্যাপক আয়োজন দেখা যায় না, তবুও প্রতিবছরের মতো এবারও উৎসাহ-উদ্দীপনায় মেতে উঠেছে সাউথ বিলোনিয়া প্লে সেন্টার।

মফিজ মিয়া স্কুল মাঠে স্বল্প বাজেটেই চারদিনব্যাপী জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করেছে প্লে সেন্টারের সদস্যরা। প্রায় এক লক্ষ টাকার বেশি বাজেট নিয়ে এ বছর পূজার মণ্ডপ ও প্রতিমা নির্মাণে স্থানীয় শিল্পীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মায়ের মনোরম অবয়ব ও মণ্ডপ সজ্জায় স্থানীয় শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় ফুটে উঠেছে সৃজনশৈলীর অনন্য দৃষ্টান্ত। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পূজার সূচনা হয়। প্রায় শতাধিক শিশু-কিশোর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আগামী ৩০শে অক্টোবর থেকে দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে পূজামণ্ডপ।

পাশাপাশি বস্ত্রদান কর্মসূচি এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী চারটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। পূজার দিনগুলিতে মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান জগদ্ধাত্রী পূজা উদ্যোক্তা কমিটির সদস্যরা। উৎসবমুখর পরিবেশে এভাবেই বিলোনিয়ার সাউথ বিলোনিয়া প্লে সেন্টার এবারও জগদ্ধাত্রী মায়ের আরাধনায় ভক্তি ও আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দিল।

নয় বনমালীপুরে উৎসাহের সাথে পালিত প্রধানমন্ত্রী মোদীর ১২৭তম 'মন কি বাত', উশৃঙ্খল আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরব মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ২৬ অক্টোবর : রবিবার নয় বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৩ নং ওয়ার্ডের ৪ নং বুথে অনুষ্ঠিত হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১২৭তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান। দেশজুড়ে নানা স্থানে যেমনভাবে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে, তেমনি নয় বনমালীপুরেও বিজেপির উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, নয় বনমালীপুর মণ্ডল সভাপতি অরিন্দম চৌধুরী, ২৩ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর মনি মুক্তা ভট্টাচার্যসহ বহু কার্যকর্তা ও সাধারণ মানুষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তার অনুপ্রেরণামূলক বার্তা নিয়ে আলোচনা করেন। এদিন, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাম্প্রতিক সংগঠিত বনধের কিছু ঘটনার প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "আমাদের সরকার এবং দলের কাছে এই ধরনের উশৃঙ্খল আন্দোলন কোনোভাবেই কাম্য নয়। শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন এইভাবে হতে পারে না। সারা রাজ্যের জনগণ এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সোচ্চার হয়েছে।"

মন্ত্রী আরও বলেন, আগের দিন এখন আর নেই। এভাবে উশৃঙ্খলতা তৈরি করে কেউ নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আজ ভারত সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছেঅর্থনীতি, প্রযুক্তি, পরিকাঠামো থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেশ আজ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা-চেতনা ত্যাগ করে সবাইকে গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিতকিভাবে রাজ্যকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিজেপি কর্মীরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বানকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ কর্মসূচির দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ বিরাজ করে।

ধর্মনগরে অষ্টমীর রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু অভিরূপের মৃত্যু, প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রীর সমবেদনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ অক্টোবর: ধর্মনগর নেতাজি পাড়ায় মহা অষ্টমীর রাতে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় দশ বছর বয়সী অভিরূপ দেবনাথ প্রাণ হারিয়েছেন। এ ঘটনায় শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা জানাতে রবিবার সকালে তাঁর বাড়িতে যান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। প্রতিমন্ত্রী অভিরূপের পরিবারকে শোক প্রকাশ করে পাশে দাঁড়ান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যুবরাজনগরের প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা দেবনাথ, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী এবং স্থানীয় অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার রাতে অভিরূপ ও তার বাবা পুজো দেখতে বেরিয়েছিলেন। আচমকাই এক বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় দু'জনেই গুরুতর জখম হন। দ্রুত তাদের অসমের শিলচর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ছোট্ট অভিরূপ সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্তমানে তার বাবা আশঙ্কামুক্ত রয়েছেন।

ঘাতক গাড়ির চালক সৌভিক দেবকে গ্রেফতার করে আদালতের নির্দেশে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলের পাশের বিবাহ ভবনের সিসিটিভি ফুটেজ তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ দুর্ঘটনার পর গোটা নেতাজি পাড়া শোকের ছায়ায় ছেয়ে গেছে। সকলেরই একটাই প্রশ্ন বাবার হাতে হাত ধরে পুজোর আনন্দে বের হওয়া শিশু কেন আর ঘরে ফিরতে পারলেন না। মহা অষ্টমীর রাতেই শেষ হয়ে গেল অভিরূপের স্বপ্নের পথচলা।

বিলোনিয়ায় আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একদিনের আইনি সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ অক্টোবর: বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্নস্থানে আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একাধিক আইনি সচেতনতামূলক শিবির। সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনি জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এই শিবিরগুলির আয়োজন করা হয়।

বিলোনিয়া মহকুমার ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের অধীন পূর্ব কলাবাড়িয়া, দক্ষিণ ভারত চন্দ্র নগর এবং পশ্চিম পাইখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একদিনব্যাপী এই আইনি সচেতনতা শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরগুলো পরিচালনা করেন আইনজীবী দিব্যেন্দু নাথ, আকতার হোসেন মজুমদার, সম্পা দত্ত, তাপস ঘোষ এবং দিবাকর ভৌমিক। এছাড়া প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানিক দাস, শুভঙ্কর বৈদ্য, চন্দন বনিক, সুস্মিতা বৈদ্য ও দীপক দেবনাথ।

শিবিরে অংশগ্রহণকারী আইনজীবীরা সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করেন। পাশাপাশি নাগরিকরা কীভাবে আইনগত সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন, কোন বিষয়গুলো অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় এবং আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া কেন জরুরি এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আইন সেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও মহকুমার বিভিন্ন ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতে এ ধরনের সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই আইনের সঠিক দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas